Contents

একাদশ বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

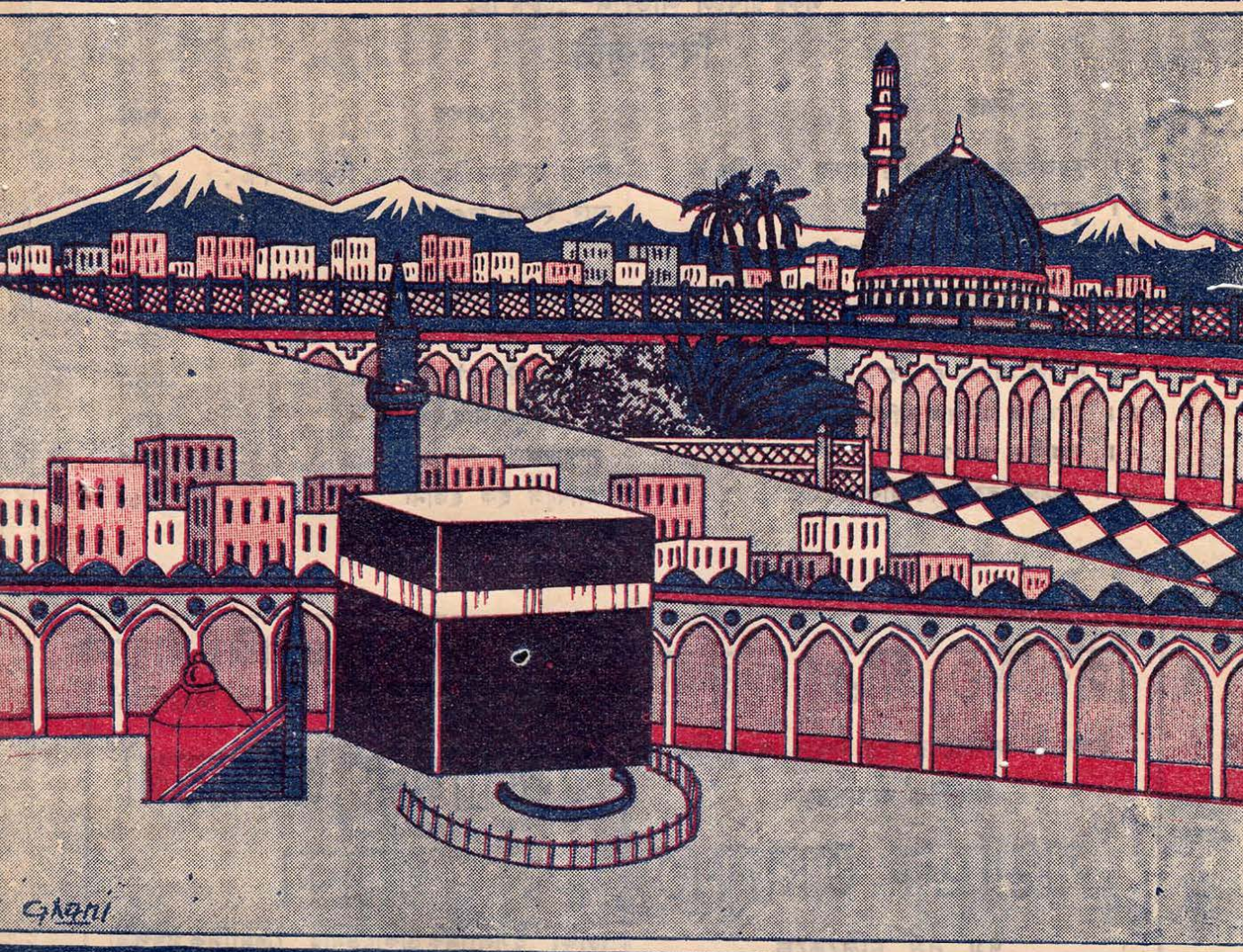

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

একাদশ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

আষাঢ়—শ্রাবণ ১৩৭১ বাং জুলাই- আগষ্ট—১৯৬৪ ইং

সফর-রবিউল আউয়াল—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর)	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	৫১৩
২।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	আবূ ইউসুফ দেওবন্দী	৫২৭
৩।	আহ্‌লেহাদীস ইতিহাসের উপকরণ (ইতিহাস) ("দোর্‌রায়ে মুহাম্মদী" ও অন্যান্য পুঁথি)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৫২৯
৪।	প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের স্বরূপ (আলোচনা)	মোহাম্মদ আবদুছ্‌ ছামাদ এম, এম,	৫৩৭
৫।	কুমারী মরিয়ম ও তাঁহার বাগদান প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	আবদুন্ নঈম চৌধুরী বি-এল	৫৪৩
৬।	ইসলামে মৌলিক অধিকার "	আফ্‌তাবুদ্দীন আহ্‌মদ এম, এ,	৫৫১
৭।	সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৫৫৭
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৫৬০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা- ২

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান নিরূপণে নিয়োজিত

ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা

(ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

আজই গ্রাহক হউন

প্রতি কপি দু টাকা বার্ষিক সডাক আট টাকা

ইসলামিক একাডেমী

পাবলিকেশন ম্যানেজার—

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত সংবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	জুলাই-আগষ্ট ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, রবী'উল-আওওাল ১৩৮৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭১ বংগাব্দ	দ্বাদশ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٣٤ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ

২৩৪। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের আয়ু পূর্ণ হইবার কালে (মৃত্যুকালে) স্ত্রী ছাড়িয়া যায় [তাহাদের] ঐ স্ত্রীগণ [স্বামীর মৃত্যুর পরে] চারি মাস দশ দিন নিজেদেরে [সাজ-সজ্জা ও বিবাহ-ব্যাপার হইতে] সামলাইয়া রাখিবে। অনন্তর, তাহারা যখন তাহাদের 'ইদ্দত কাল পূর্ণ করিবে তখন তাহারা [নিজেদের সাজ সজ্জা ও বিবাহ ব্যাপারে] শরী'আত-সম্মত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فِيْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

কোন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিলে [হে সমাজপতিগণ,] তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। আর তোমরা যাহাই কর তাহাই আল্লাহ অবগত আছেন।

٢٣٥ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ؕ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

২৩৫। আর, [হে পুরুষ লোকেরা, ঐ স্ত্রীলোকদের 'ইদ্দত মধ্যে] তোমাদের পক্ষে [প্রকাশ্যে অথবা গোপনে] বিবাহ প্রস্তাবের আভাষ দিতে[২৩৮] অথবা উহা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখিতে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। কেননা, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অচিরে তাহাদের স্মরণ ও আলোচনা করিবেই। কিন্তু [প্রকাশ্যে তো নয়ই] গোপনেও তাহাদের সহিত বিবাহ-প্রতিশ্রুতি আদান-প্রদান করিও না। হাঁ, গোপনেও তাহাদের সহিত শরী'আত-সম্মত কথা বলিবে। (অর্থাৎ বিবাহের আভাষ দিতে পার)।

তারপর, নির্ধারিত 'ইদ্দত-কাল যে পর্যন্ত পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত তোমরা [তাহাদের সহিত] বিবাহ-বন্ধনের সঙ্কল্প করিও না। জানিয়া রাখ, তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু থাকে তাহা আল্লাহ নিশ্চিতভাবে জানেন। অতএব, তোমরা তাঁহার [হুকম অমান্য করা] সম্পর্কে সতর্ক থাক। আরও জানিয়া রাখ যে, [অনিচ্ছাকৃত ও অসাবধানতাবশতঃ ভুল-চুক সম্পর্কে] আল্লাহ নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত ধীর-স্থির।

২৩৮। বিবাহ-প্রস্তাবের শরী'আত-সম্মত আভাষ দানের নমুনা এই :—

(ক) তোমার মত সুন্দরীর চিন্তা কি? 'ইদ্দত পূর্ণ হ'লেই কত ভাল ভাল ঘর থেকে সম্বন্ধ আসবে!

(খ) তুমি যেমন সুশীলা, সচ্চরিত্রা, তাতে কত ভাল ভাল লোক তোমার জন্য হা ক'রে ব'সে আছে। শুধু ইদ্দতটা পার হ'লেই হয়; ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٣٦ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

২৩৬। তোমরা মহর ধার্য করা বিহনে [বিবাহ করতঃ] তোমাদের বিবিদের সহিত মিলিত না হইয়াই যদি তাহাদিগকে তালাক দাও তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ হয় না। তবে, [সে ক্ষেত্রে] তোমরা তাহা-দিগকে 'মুত্'আ' ২৩৯ দিবে—অবস্থাপন্ন পুরুষ তাহার মর্যাদা মত এবং অনটনগ্রস্ত পুরুষ তাহার অবস্থামত—সঙ্গত ধরণের 'মুত্'আ'—উত্তম আচ-রণকারীদের উপরে অবধারিত [কর্তব্য]।

٢٣٧ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا

২৩৭। আর [হে পুরুষেরা,] তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে তাহাদিগকে তালাক দাও, আর ইতিপূর্বে তোমরা যদি তাহাদের জন্য মহর নির্ধারণ করিয়া থাক তাহা হইলে তোমরা যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছ তাহার অর্ধেক [তোমাদের পক্ষে দেয় হইবে]। কিন্তু তাহারা যদি বেশী করিয়া দেয় {বা মাফ করিয়া দেয়} অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন [স্থায়ী রাখা অথবা ছিন্ন করা] সম্পর্কে ক্ষমতা রহিয়াছে সে যদি বেশী করিয়া দেয় {বা মাফ করিয়া দেয়} তবে উহা স্বতন্ত্র কথা। তবে, [হে পুরুষগণ,] তোমাদের পক্ষে বেশী করিয়া দেওয়াই [বা মাফ করিয়া দেওয়াই] 'তাক্ওয়া'-র অধিকতর

২৩৯। অধিকাংশ ইমামের মতে মুত্'আর তাৎপর্য হইতেছে এক প্রস্ত পোষাক। কাজেই স্ত্রীলোকের পোষাকরূপে যে দেশে সাড়ী-জামার প্রচলন রহিয়াছে সে দেশে সাড়ী জামা, যে দেশে তহবন্দ-চাদরের প্রচলন রহিয়াছে সে দেশে তহবন্দ-চাদর এবং যে দেশে পায়জামা-জামা-ওড়নীর প্রচলন রহিয়াছে সে দেশে পায়জামা-জামা-ওড়নী মুত্'আ হিসাবে দেয় হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الفضل بينكم ؕ ان الله بما تعملون بصير ٭

নিকটবর্তী। আর তোমরা পরস্পরে দয়া-দাক্ষিণ্য করিতে ভুলিও না।[২৪০] ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা যাহাই কর তাহাই আল্লাহ প্রত্যক্ষকারী থাকেন।

২৪০। আয়াতটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রথমে কয়েকটি গোড়ার কথা বলিতে হ।

(ক) تعفوا ও يعفوا 'يعفون' শব্দ তিনটি একই মূল হইতে উদ্ভূত। মূল শব্দের দুইটি অর্থ রহিয়াছে। (এক) বৃদ্ধি করা; (দুই) ছাড়িয়া দেওয়া, মাফ করা।

(খ) 'যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন-ক্ষমতা রহিয়াছে' বলিতে স্বামীকে বুঝানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

(গ) মহর নির্ধারিত করিয়া বিবাহ সম্পাদিত হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী বিবাহ-বন্ধন কালেই পূর্ণ মহর স্ত্রীকে প্রদান করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ পরবর্তী কোন সময়ে মহর দিয়া থাকে।

(ঘ) يعفون শব্দটির অর্থ 'তাহারা বেশী দেয়' অথবা 'তাহারা ছাড়িয়া দেয়'। এখানে 'তাহারা' বলিয়া স্ত্রীদেরে নিশ্চিতভাবে বুঝায়। কিন্তু কোন কোন তফসীরকার বলেন, 'এখানে তাহারা' বলিয়া স্বামীদেরেও বুঝাতে পারে। এ সম্পর্কে আমার নিবেদন এই যে, শব্দের গঠন হিসাবে স্বামীদেরে বুঝান সম্ভবপর হইলেও বাক্য-বিন্যাসের ধারার (Sequence) পরিপ্রেক্ষিতে ঐ 'তাহারা'-এর তাৎপর্য 'স্বামীগণ' হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, ইহার পূর্বে 'স্বামীদেরে' বরাবর মধ্যম পুরুষে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পরেও ان تعفوا বলিয়া তাহাদেরে মধ্যম পুরুষযোগে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই স্বামীদের সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে يعفون না বলিয়া تعفون বলাই সঙ্গত ছিল। অধিকন্তু

او يعفوا الذى بيده عقدة النكاح

বাক্যটির মধ্যে যখন স্পষ্টভাবে স্বামীদের কথা বলা হইয়াছে তখন يعفون-এর মধ্যে স্বামীদেরে টানিয়া ঢুকাইবার কোন প্রয়োজনও হয় না।

উপরি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আয়াতের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে :—

স্বামীগণ যদি বিবাহ বন্ধনের সময়ে স্ত্রীদেরে পূর্ণ মহর দিয়া থাকে তবে আয়াতে উল্লিখিত তালাকে স্ত্রীগণ ঐ মহরের অর্ধেক স্বামীদেরে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু স্ত্রীগণ যদি অর্ধেক না দিয়া বেশী করিয়া দেয় অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ বা সম্পূর্ণই ফেরৎ দেয় তবে তাহারা তাহাও করিতে পারে। আবার ঐ ক্ষেত্রে স্বামীগণ ঐ মহরের অর্ধেক স্ত্রীদের নিকটে ছাড়িয়া রাখিয়া অর্ধেক ফেরৎ লইবার হকদার— কিন্তু তাহারা যদি স্ত্রীদের নিকটে বেশী পরিমাণে ছাড়িয়া রাখে, এমন কি স্বামীগণ যদি সম্পূর্ণই ছাড়িয়া দেয় তবে তাহারা তাহাও করিতে পারে। ফল কথা, স্ত্রীগণ অর্ধেকের হকদার হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ মহর ফেরতও দিতে পারে। সেইরূপ স্বামীগণ অর্ধেক ফেরৎ লইবার হকদার হইলেও তাহারা কিছুই না লইয়া সম্পূর্ণও ছাড়িয়া দিতে পারে। তবে পুরুষদের পক্ষে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়াই তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।

পক্ষান্তরে, স্বামীগণ যদি বিবাহ-বন্ধনের সময়ে মহর না দিয়া থাকে, তবে আয়াতে উল্লিখিত তালাকে স্ত্রীগণ মহরের অর্ধেক ছাড়িয়া দিয়া অর্ধেক গ্রহণ করিবার হকদার হইবে কিন্তু তাহারা যদি সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া কিছুই গ্রহণ না করে তবে তাহারা তাহাও করিতে পারে। আবার ঐ ক্ষেত্রে স্বামীদের পক্ষে অর্ধেক মহর দেয় হইলেও তাহারা যদি বেশী করিয়া সম্পূর্ণ মহর প্রদান করে তবে তাহারা তাহাও করিতে পারে।

ফল কথা, স্ত্রীগণ অর্ধেক মহরের হকদার হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ মহর ছাড়িয়া দিতেও পারে, এবং স্বামীগণ অর্ধেক মহর দিবার জন্ত দায়ী হইলেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٣٨ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ
الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝
٢٣٩ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا

২৩৮। সলাতগুলি সম্পর্কে—বিশেষতঃ মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠ সলাতটি[২৪১] সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান থাক এবং আল্লার উদ্দেশ্যে [সলাত সম্পাদনে] স্থির-চিত্ত অবস্থায় দাঁড়াও।

২৩৯। অনন্তর, তোমরা যদি [দাঁড়াইয়া সলাত সম্পাদনে, শত্রুর আক্রমণের] ভয় কর তাহা হইলে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থাতেই

তাহারা ঐ স্ত্রীদেরে পূর্ণ মহরও দিতে পারে। তবে পুরুষদের পক্ষে ঐ প্রকার তালাক দেওয়া স্ত্রীদেরে পূর্ণ মহর প্রদান করাই 'তাক্ওা'-র অধিকতর নিকটবর্তী।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা উভয় পক্ষকেই এই বিষয়ে উদারতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ঐ উদারতার তাৎপর্য এই যে, স্বামী যদি বাস্তবিকই অনটনগ্রস্ত অথবা অপারগ হয় তাহা হইলে স্বামী মহর দিয়া থাকিলে স্ত্রী যেন সম্পূর্ণ মহরই স্বামীকে ফেরত দেয়। আর স্বামী মহর দিয়া না থাকিলে স্ত্রী যেন কোনও মহরের জন্য পীড়াপীড়ি না করে। পক্ষান্তরে, স্বামী যদি অবস্থাপন্ন এবং স্ত্রী দারিদ্রগ্রস্ত হয় তাহা হইলে স্বামী যেন পূর্ণ মহর প্রদান করিয়া নিজ উদারতা প্রদর্শনে পশ্চাদপদ না হয়।

২৪১। 'উস্‌তা সলাতের' তাৎপর্য সম্পর্কে ছয়টি মত পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচ মত এই যে, উহার তাৎপর্য কেহ বলেন, 'সলাতুল-ফাজর'; কেহ বলেন 'সলাতুয্-যুহর', কেহ বলেন, 'সলাতুল-আসর'; কেহ বলেন, 'সলাতুল মগরিব' এবং কেহ বলেন, 'সলাতুল 'ইশা'।

তারপর ষষ্ঠ মতটি এই যে, ইহার তাৎপর্য নির্দিষ্ট কোন একটি সলাত নয়; বরং পাঁচ অক্তের যে কোন একটি অক্ত অনির্দিষ্টভাবে ইহার তাৎপর্য। কদর-রাত্রি যেমন রমযানের শেষ দশকের পাঁচ বেজোড় রাত্রির কোনও একটি রাত্র হইয়া থাকে সেইরূপ প্রত্যহ পাঁচ অক্তের কোন একটি অক্ত 'উস্‌তা' ঘোষিত হইয়া থাকে।

মীমাংসা—হাদীসের বিশুদ্ধতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উস্‌তার তাৎপর্য সলাতুল-'আসর হওয়াই এই ছয় মতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তারপর পাঁচ অক্তের সলাতই সমভাবে অবশ্য পালনীয় বলিয়া সম্পাদনের দিক দিয়া পাঁচ অক্তের মধ্যে কোন একটি অক্তের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া আলিমগণ বলেন যে, পাঁচ অক্তের মধ্যে সলাতুল 'আস্‌র অক্তে অধিকাংশ লোকই সংসারে যত গভীর ভাবে জড়িত হইয়া থাকে; অপর কোন অক্তে তাহারা সচরাচর অত গভীরভাবে সংসারে জড়িত হয় না। কাজেই লোকে আসর নামায আদায়ের কথা যত বেশী দফা ভুলিয়া থাকে অপর কোন নামায সম্পর্কে তাহাদের তত ভুল হয় না। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদিগকে এই ভাবে আসর নামায সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فَاذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

[সলাত সম্পাদন কর]।[২৪২] অতঃপর তোমরা যখন নির্ভয় হইবে তখন—তোমরা যাহা জানিতে না তাহা আল্লাহ তোমাদিগকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন সেই ভাবে তোমরা তাঁহার স্মরণ-গুণগান করিবে।

٢٤٠ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا
اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ

২৪০। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যু-কালে স্ত্রীদিগকে ছাড়িয়া যায় তাহারা ঐ স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে [অরিসদিগকে] এই অসীয়ৎ করিবে যে, তাহারা ঐ স্ত্রীদেরে এক বৎসর যাবৎ [স্বামীগৃহ হইতে] বাহির না করিয়া তাহাদিগকে ঐ এক বৎসর যাবৎ [স্বামীর সম্পদ হইতে] খোর-পোষ

২৪২। 'যুদ্ধকালে নামায' বা 'সলাতুল-খাওফ' কী ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে তাহা এক দফা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আর এক দফা সূরা আন্-নিসা'-র ১০২ নং আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সচরাচর দুই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। এক অবস্থা এই যে, শত্রু পক্ষ দূরে দৃষ্টির সামনে অবস্থান করিতেছে। যুদ্ধ এখনও বাধে নাই বটে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে শত্রুদের পক্ষ হইতে আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় যে ভাবে নামায পড়িতে হইবে তাহার বিবরণ সূরা আন্ নিসা'-র ১০২ নং আয়াতে রহিয়াছে। আয়াতটির তরজমা এই :—

"আর [ঐ অবস্থায়] আপনি যখন মুমিনদের মধ্যে থাকিয়া [তাহাদের ইমাম হইয়া] তাহাদেরে নমাযে পড়ান তখন তাহাদের এক দল আপনার সঙ্গে দাঁড়াইবে এবং তাহারা তাহাদের অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিবে। অনন্তর, তাহারা যখন সিজদা করিয়া উঠিবে তখন তাহারা তোমাদের পশ্চাদ্দিকে থাকিবে। [এবং পাহারা দিবে]। আর, অপর যে দলটি নামায পড়ে নাই সেই দলটি আসিয়া আপনার সহিত নমায পড়িবে এবং [নমায পড়াকালে] তাহারা সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং অস্ত্র ধারণ করিয়া রহিবে। যাহারা কাফির রহিয়াছে তাহারা কামনা করে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে অসতর্ক হইয়া পড়—যাহাতে তাহারা তোমাদের প্রতি একযোগে আপতিত হইতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে তোমাদের যদি কষ্ট হয় অথবা তোমরা যদি অসুস্থ হও তাহা হইলে অস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিতে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। তবে, তখনও তোমরা তোমাদের সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করিবে। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মুসলিমগণ শত্রুদের সহিত যুঝিতে কার্যতঃ রত ও ব্যাপৃত। তাহারা অনবরত অগ্রগমনে, দ্রুত ধাবনে, পশ্চাদপসরণে, দ্রুত পলায়নে অথবা এই প্রকার অন্য কোন কাজে ব্যস্ত। এমত অবস্থায় নমাযের অক্ত শেষ হইবার উপক্রম হইলে যে ভাবে নমায সম্পাদন করিতে হইবে তাহা এই আয়াতে বলা হইয়াছে।

এই আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ বলেন, উল্লিখিত অবস্থায় কিবলার দিকে অথবা অন্য যে কোন দিকে মুখ করিয়া, ইশারা দ্বারা রুকু' সিজদা করতঃ নামায পড়িতে হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা বলেন, পথ চলিতে চলিতে নমায পড়া চলিবে না—বরং সে ক্ষেত্রে নবী সঃ যেমন খন্দক যুদ্ধে যুহর, আসর, মগরিব নমায সময়ে না পড়িয়া পরে কাযা পড়িয়াছিলেন সেইরূপ কাযা পড়িতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

ভোগ করিতে দিবে।[২৪৩] অনন্তর, তাহারা যদি [বৎসর মধ্যে] স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া গিয়া নিজেদের ব্যাপারে সঙ্গত কোন কিছু করে তবে [হে অভিভাবকগণ,] তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। আর আল্লাহ প্রবল-প্রতাপ, পরম বিচক্ষণ।

٢٤١ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

২৪১। আর তালাকদত্তা স্ত্রীলোকদের জন্যও রীতি-অনুযায়ী, সঙ্গত খোর-পোষ ভোগের অধিকার রহিয়াছে।[২৪৪] [এই খোর-পোষ ভোগ করিতে দেওয়া] মুত্তাকীদের প্রতি অবধারিত [কর্তব্য]।

٢٤٢ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

২৪২। তোমরা যাহাতে বুঝিতে পার সেই জন্যই আল্লাহ নিজ নিদর্শনগুলি তোমাদের সম্মুখে এইভাবে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করেন।

২৪৩। ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ঐ স্ত্রীলোককে এক বৎসর ধরিয়া কঠোর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইত। তাহার জন্য কুঁড়ে ঘর তৈয়ার করা হইত এবং ঐ কুঁড়ে ঘরে তাহাকে অস্পৃশ্য অবস্থায় বাস করিতে হইত। তাহাকে নিকৃষ্ট খাদ্য খাইতে দেওয়া হইত। ঐ এক বৎসর তাহার পক্ষে গোসল নিষিদ্ধ থাকিত। তারপর তাহাকে নানা কুসংস্কারও পালন করিতে হইত। তারপর, ইসলামের প্রথম দিকে এই আয়াতটি নাযিল হয়। তাহাতে ইদ্দত-কাল পূর্বের মত এক বৎসরই বহাল রাখা হয়; কিন্তু আহার-বাসের কঠোরতা তুলিয়া দেওয়া হয়। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে স্ত্রীকে কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে হয় নাই বরং স্বামীর বাস-গৃহে থাকিবার অধিকার তাহাকে দেওয়া হয় এবং যথা-রীতি সঙ্গত খোরপোষেরও অধিকার সে পায়। ঐ সময় পর্যন্ত ইসলামী দায়-ভাগ আইনের প্রবর্তন হয় নাই।

অনন্তর, এই আয়াতটি নাযিল হয় এবং ইহার কিছু কাল পরে এই সূরার ২৩৪ নং আয়াতটি নাযিল হয়। তাহাতে স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দত-কাল এক বৎসর হইতে হ্রাস করিয়া চারি মাস দশ দিন করা হয় এবং তাহাই আজ পর্যন্ত বলবৎ রহিয়াছে।

২৪৪। এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটিতে مَتَاعًا শব্দের তাৎপর্য 'খোরপোষ দান'। কাজেই এই আয়াতের مَتَاعٌ শব্দটির তাৎপর্য 'মুত্‌আ-দান' না হইয়া 'খোরপোষ-দান' হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৪৩। [হে রসূল,] যাহারা মৃত্যুকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে বহু সহস্র সংখ্যায় নিজ দেশ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, অনন্তর যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ বলিয়াছিলেন, "তোমরা মর" এবং তারপর যাহাদিগকে তিনি [পুনরায়] জীবিত করিয়া উঠাইয়াছিলেন, তাহাদের কথা কি আপনি শুনেন নাই ? [নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন]।[২৪৫] ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ লোকদের প্রতি অপ্রত্যাশিত দয়া দানকারী, কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহার মর্যাদা করে না।[২৪৬]

২৪৪। আর, তোমরা আল্লার পথে যুদ্ধ করিতে থাক এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুই অত্যন্ত শ্রবণকারী, অত্যন্ত জ্ঞাত।

٢٤٣ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

٢٤٤ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৪৫। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা অত্যধিক প্রবল বলিয়া অনেকে জিহাদ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মিথ্যা অজুহাত উদ্ভাবন করিয়া থাকিত। এই মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জিহাদে যোগদানের জন্য উৎসাহ দিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

তফসীরকারগণ এই ঘটনাটির স্বরূপ দুইভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। একদল বলেন, কোন এক দেশে এক সময়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে সেখানকার সহস্র সহস্র অধিবাসী মনে করে যে, ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেই তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে। তদনুসারে তাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

অপর দল বলেন যে, ইসরাঈলীয় কোন বাদশাহ তাঁহার রাজ্যের অধিবাসীদিগকে আল্লার রাহে জিহাদের জন্য আহ্বান করিলে সহস্র সহস্র লোক জিহাদে প্রাণ নাশের আশঙ্কার কারণে জিহাদে যোগদান না করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে।

যাহা হৌক ঐ দেশত্যাগী পলাতক সহস্র সহস্র লোক যখন পথিমধ্যে কোন এক বিশাল প্রান্তরে অবস্থান করিতেছিল সেই সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে একযোগে মৃত্যু দেন। তার পর, দীর্ঘকাল পরে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন। এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তা'আলা মুমিন মুসলিমদেরে বুঝাইয়া দেন যে, জীবন-মরণ যেহেতু একমাত্র আল্লাহর হাতে এবং যেহেতু তিনি যাহাকে যে সময়ে মৃত্যু দিবার ইচ্ছা করেন সেই সময়েই তাহার মৃত্যু অনিবার্য হয়, কাজেই মুসলিমদের পক্ষে আল্লার আদেশ পালন করিতে করিতে এবং আল্লার পথে জিহাদ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়ঃ।

২৪৬। মানুষের জীবন মানুষের প্রতি আল্লার একটি অপ্রত্যাশিত দান। আল্লার হুকম পালনের ভিতর দিয়াই এই দানের মর্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٤٥ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔

২৪৫। কোন ব্যক্তি নিঃস্বার্থ ঋণ[২৪৭] দান করিলে আল্লাহ তাহার জন্য ঐ ঋণ [এর প্রতিদান] বহু গুণে বর্ধিত [করতঃ পরিশোধ] করিবেন। কে আছে এমন ব্যক্তি যে আল্লাকে ঐ প্রকার ঋণ দিবে?

বস্তুতঃ, আল্লাহ অনটনগ্রস্তও করিয়া থাকেন সচ্ছলও করিয়া থাকেন। আর [শেষে] তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে লইয়া যাওয়া হইবে।

٢٤٦ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۔ قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۔ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۔

২৪৬। [হে রসূল,] মূসার পরবর্তী [কোন এক] কালে ইসরাঈলীয়দের নেতৃস্থানীয় লোকদের এই ঘটনাটি কি আপনি শুনেন নাই? (নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন।)

ঐ নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, "আমাদের কোন একজনকে আমাদের জন্য রাজা নির্ধারিত করুন। তাহা হইলে আমরা আল্লার রাহে যুদ্ধ করিব।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হইলে তোমরা যুদ্ধ করিবে না—তোমাদের পক্ষে এমন হওয়া কি সম্ভব?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা নিজেদের দেশ হইতে এবং নিজেদের সন্তান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি।[২৪৮] এমত অবস্থায় আল্লার রাহে আমাদের যুদ্ধ না করার কোন্ কারণ আমাদের থাকিতে পারে?" অনন্তর, তাহাদের প্রতি যখন যুদ্ধ ফরয করা হইল তখন তাহাদের অল্প সংখ্যক লোক বাদে সকলেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। আর আল্লাহ অন্যায় আচরণকারীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

২৪৭। আল্লার যাবতীয় হুকম পালন করা—বিশেষতঃ জান-মাল দিয়া আল্লার রাহে জিহাদ করাই হইতেছে আল্লাকে নিঃস্বার্থ ঋণদানের তাৎপর্য।

২৪৮। হযরত মূসা আঃ-র পরে ইসরাঈলীয়গণ কিছুকাল যাবৎ ন্যায় ও হক্ক পথে চলিতে থাকে। তারপর, তাদের নীয়াত, ঈমান ও আমল যখন দুর্বল-শিথিল হইয়া পড়ে তখন জালূত নামে একজন কাফির নরপতি তাহাদের দেশ জয় করিয়া বসে। অনন্তর ঐ নরপতি ও তাহার লোকজন ইসরাঈলীয়দের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাহাদের সন্তানদেরে

www.ahlehadeethbd.org

٢٤٧ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا - قَالُوْا
أَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً
مِّنَ الْمَالِ - قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ - وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ
يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ •

২৪৭। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তালূৎকে তোমাদের জন্য রাজা নির্দিষ্ট করিলেন।" তাহারা বলিল, "আমাদের উপরে তালূতের আধিপত্য কেমন করিয়া হইতে পারে? তাহার চেয়ে বরং আমরাই আধিপত্যের অধিকতর হকদার। কেননা, তাহাকে তো ধন-সম্পদে প্রাচুর্য দেওয়া হয় নাই।" তিনি বলিলেন, "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে জ্ঞানের গভীরতায় ও শরীরের [শক্তির] বিশালতায় বৃদ্ধি দান করিয়াছেন। আর [শেষ কথা এই যে,] আল্লাহ নিজ রাজ্য যাহাকে দিবার ইচ্ছা করেন তাহাকেই দিয়া থাকেন। আর আল্লাহ দানে ব্যাপক, সর্বজ্ঞ।[২৪৯]

গোলাম বানাইয়া লয় এবং তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে থাকে। অগত্যা ইসরাঈলীয়গণ নিজ দেশ হইতে পলাইয়া গিয়া বইতুল-মক্‌দিসে আশ্রয় নেয়। ঐ সময়ে হযরত শামূঈল নবী হন এবং তাঁহারই সহিত ইসরাঈলীয় মোড়লদের এই কথাবার্তা হয়।

২৪৯। ইসরাঈলীয় নেতাদের কোন একজন রাজা হইয়া এবং অপর সকলে তাহার সভাসদ হইয়া সমগ্র জাতির উপরে আধিপত্য করিবার আকাঙ্খা অন্তরে পোষণ করতঃ ঐ নেতাগণ তাহাদের নবীকে অনুরোধ করিয়াছিল তাহাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করিবার জন্য। তাই নবী যখন তালূৎকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন তখন তাহারা ঐ মনোনয়ন বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইতে পারে নাই। তখন তাহারা বলিয়া ফেলে, "আপনি বলিতেছেন যে, আল্লাহ তালূৎকে রাজা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ, আমরা রাজবংশ-সম্ভূত এতজন লোক থাকা সত্ত্বেও সে কী করিয়া রাজা হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ সে নিঃস্ব, দরিদ্র। আমরা এত সব ধনী লোক থাকিতে সে কী করিয়া রাজা হইবে?"

ইসরাঈলীয় নেতাদের আপত্তির জওয়াবে তাহাদের নবী তিনটি যুক্তি পেশ করেন। প্রথম যুক্তি—তিনি বলেন, "আমি ইহা ধ্রুব জানি যে, আল্লাহ তাহাকে রাজ পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই ঐরূপ হুকুম দিয়াছেন। তিনি তাহা কেন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। দ্বিতীয় যুক্তি—তবে, আমার জ্ঞানে যাহা আসে তাহা এই—রাজা হইবার জন্য দুইটি গুণ অপরিহার্য। (এক) রাজ্য-শাসন ব্যাপারে জ্ঞান ও (দুই) শারিরীক শৌর্য-বীর্য। আর এই দুইটি গুণই তালূতের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। তৃতীয় যুক্তি— এ দুন্‌য়া প্রকৃতপক্ষে আল্লারই রাজ্য।

www.ahlehadeethbd.org

২৪৮। আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তালূতের রাজা হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট ঐ সেই সিন্দুকটি[২৫০] আসিবে। উহাতে তোমাদের রবের তরফ হইতে শান্তি রহিয়াছে এবং মূসা ও হারূণের বংশ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে সেই অবশিষ্ট বস্তুগুলিও উহার মধ্যে রহিয়াছে। ফিরিশতাগণ উহা বহন করিতে থাকিবেন। নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের জন্য একটি মহান নিদর্শন রহিয়াছে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হইয়া থাকে তবে—।"

٢٤٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ
آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝

২৪৯। অনন্তর, তালূৎ যখন সৈন্যদের লইয়া যাত্রা করিল তখন সে [পথিমধ্যে তাহাদিগকে] বলিল, "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ একটি নদীযোগে তোমাদের পরীক্ষাকারী হইবেন। তখন যে ব্যক্তি তাহার এক হাতে একবার মাত্র পানি লইবে [এবং উহা পান করিবে] সেই ব্যক্তি বাদে আর যে কেহ ঐ নদী হইতে পান করিবে সে আমার দলে থাকিবে না। আর যে ব্যক্তি ঐ

٢٤٩ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ
يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ

কাজেই তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই নিজ রাজ্যের বা রাজ্যাংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতে পারেন। তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। এইভাবে বিবেক-সম্মত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ঐ নবী ইসরাঈলীয় নেতাদের আপত্তি খণ্ডন করেন।

তারপর যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিবেককে ঘায়েল করা যায় কিন্তু মনকে মানান যায় না। নবীর যুক্তি প্রমাণের সামনে ঐ নেতাদের বিবেকবুদ্ধি নিরুত্তর ও লাজওয়াব হইল বটে, কিন্তু তাহারা তালূতের রাজ-ক্ষমতা প্রশান্তচিত্তে মানিয়া লইতে পারিল না। তাই অলৌকিক কোন নিদর্শন প্রেরণের জন্য ঐ নবী আল্লার দরবারে প্রার্থনা জানাইলে একটি অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয়। উহার বিবরণ পরবর্তী আয়াতটিতে রহিয়াছে।

২৫০। বলা হয় যে, যে সিন্দুকটিতে তওরাত গ্রন্থ রক্ষিত ছিল সেই সিন্দুকটিকে এক সময়ে ইসরাঈলীয়দের শত্রুগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে লইয়া যায়। ইসরাঈলীয়গণ ঐ সিন্দুকটি হারাইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ঐ সিন্দুকটির আগমন সংবাদে তাহাদের অন্তরে নূতন বল সঞ্চার হয়।

www.ahlehadeethbd.org

غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ - وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ •

নদীর পানির স্বাদ লইবে না সে নিশ্চয় আমার দলে থাকিবে।”[২৫১] অনন্তর, তাহাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া[২৫২] সকলেই [উহাতে মুখ লাগাইয়া] উহা হইতে [বেদম] পান করিয়া ফেলিল।

অতঃপর যখন সে এবং নদীপার হইল যাহারা ঈমান রাখিত তাহারা তাহার সঙ্গে উহা পার হইল, তখন তাহারা[২৫৩] বলিতে লাগিল, “জালূৎ ও তাহার সৈন্যদলের বিপক্ষে দাঁড়াইবার শক্তি আজ আমাদের নাই।” কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদিগকে আল্লার সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎকারী হইতে হইবে তাহারা বলিল, ‘‘[অতীতে,] বহু ক্ষুদ্র দল আল্লার তওফীকক্রমে বহু বৃহৎ দলের উপরে জয়ী হইয়াছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পক্ষে থাকেন।”

২৫১। তালূতের সৈন্যগণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিতে করিতে এক সময়ে অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়া উঠে এবং রাজা তালূতের নিকট পানির জন্য আকুল আবেদন জানায়। তাহাতে রাজা তালূৎ সম্মুখে নদীর উল্লেখ করিয়া যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তাহার তাৎপর্য নিম্নরূপ হওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়।

অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় পিপাসায় কাতর হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পানি পান করা উচিৎ—হঠাৎ পানি পান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। কারণ, ঘর্মাক্ত কলেবরে হঠাৎ ঠাণ্ডা পানি পান করিতে আরম্ভ করিলে পিপাসা সহজে দূরীভূত হয় না। বরং যতই পানি পান করা যায় পিপাসা ততই তীব্র হইতে থাকে এবং অত্যধিক পানি পান করার দরুণ শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ এই কারণে তালুৎ রাজা তাঁহার সৈন্যদিগকে পানি পান করিতে নিষেধ করেন। প্রশ্ন উঠে, তবে পিপাসা নিবৃত্তির কী উপায় করা হইয়াছিল? জওাবে বলা যাইতে পারে—নদী তীরে, স্নিগ্ধ মৃদু-মন্দ বাতাসে বিশ্রাম করিলেই শরীর জুড়াইতে এবং পিপাসা কম হইতে বাধ্য। তারপর, পায়ে হাটিয়া নদী পার হইলে পিপাসা নিবৃত্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। তদুপরি এক চুল্লু পানি পান করার তো অনুমতি ছিলই। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধে অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী ধৈর্য আছে কিনা তাহা পূর্বাহ্নে পরীক্ষা করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়; নচেৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বিব্রত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং পরাজয় বরণ করা অসম্ভব নয়। এই ধৈর্য পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছিল কেবলমাত্র তাহারাই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। আর যাহারা বেশী পরিমাণে পান করিয়াছিল তাহারা অবসন্ন অবস্থায় সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছিল। ফলে, কয়েক সহস্র লোকের মধ্যে তিন শত কয়েকজন মাত্র যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিয়াছিল।

২৫২ সহীহ বুখারী হাদীস-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মাত্র তিন শত দশ ও আর কয়েক জন ইসরাঈলীয় ঐ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

২৫৩। এখানে ‘তাহারা’ বলিয়া কোন্ লোকদেরে বুঝান হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। প্রথম মত এই যে, যাহারা অনুমতির অতি-

www.ahlehadeethbd.org

২৫০। আর তাহারা যখন জালূৎ ও তাহার সৈন্যদের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিল তখন তাহারা বলিল, "হে আমাদের রব্ব, আমাদের প্রতি (আমাদের অন্তরে) ধৈর্য্য পরিপূর্ণ মাত্রায় ঢালিয়া দিন; আমাদের চরণ দৃঢ় রাখুন এবং আমাদিগকে কাফির জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য [করতঃ আমাদিগকে জয়যুক্ত] করুন।"

٢٥٠ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

২৫১। ফলে, তাহারা আল্লার তওফীকক্রমে উহাদিগকে পরাস্ত করিল এবং জালূৎকে দাউদ হত্যা করিল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও ধ্রুব জ্ঞান (পয়গম্বরী) দান করিলেন এবং আল্লার যাহা ইচ্ছা তাহা হইতে আরও কিছু[২৫৪] তিনি দাউদকে শিক্ষা দিলেন। আর যদি লোকদের এক দলকে অপর দল দ্বারা আল্লার তরফ হইতে

٢٥١ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ

রিক্ত পানি পান করিয়াছিল তাহারা পানি পান সম্পর্কিত নির্দেশটি অমান্য করিয়া থাকিলেও তাহারা الذين آمنوا-র অন্তর্ভুক্ত পরিগণিত হইতে পারে। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারাও নদী পার হইয়াছিল এবং তাহারাই নদী পার হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। অথবা তাহারা পানি পান করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—নদী পার হইতে পারে নাই। অনন্তর, খাঁটি মুমিনসহ নদী পার হইয়া, তালূৎ যখন অপর পারে উপস্থিত অতিরিক্ত পানি পানকারীদেরে নদী পার হইতে বলেন তখন তাহারা এই কথা বলিয়াছিল।

দ্বিতীয় মত এই যে, যাহারা পানি পান সম্পর্কিত নির্দেশটি পালন করতঃ নদী পার হইয়াছিল তাহাদেরই কেহ কেহ নিজেদের সংখ্যালতায় হতাশ হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল এই—শত্রু পক্ষে অগণিত সৈন্য! আমরাও কয়েক সহস্র বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। সব ঠিকই ছিল। কিন্তু আমরা আজ হইয়া পড়িলাম মাত্র তিন শত কয়েকজন মাত্র। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, জালূত এবং তাহার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার শক্তি আজ আমাদের নাই। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া আরও সৈন্য সংগ্রহ করতঃ অগ্রসর হওয়াই সমীচীন হইবে। আল্লার কালাম গভীরভাবে অনুধাবন করিলে এই দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

২৫৪। আল্লাহ তা'আলা দাউদ আঃ-কে আরও যাহা কিছু শিক্ষা দেন সে সম্বন্ধে কুরআন মজীদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। যবূর কিতাব দান—সূরা নিসা', আয়াত ১৬৩।

২। লৌহ-বর্ম বানাইবার কৌশল—সূরা সাবা, আয়াত ১০—১১; ও সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮০।

৩। সুমধুর স্বর—সূরা আম্বীয়া, আয়াত ৭৯।

৪। পাখীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা—সূরা নাম্‌ল, আয়াত ১৬।

www.ahlehadeethbd.org

اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

ঘাত-প্রতিঘাত হইতে না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবী বিশৃঙ্খল [হইয়া ধ্বংস] হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতি অতিরিক্ত দয়াবান। [তাই তিনি ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।][২৫৫]

٢٥٢ تِلْكَ اٰيٰتُ اللهِ نَتْلُوْهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ - وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -

২৫২। ঐগুলি হইতেছে আল্লার নিদর্শন। ঐগুলিকে আমি ন্যায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় আপনার জন্য পাঠ করিতেছি। আর ইহা নিশ্চিত যে, আপনি প্রেরিত (পয়গম্বর)-দের মধ্যে একজন বটেন।

২৫৫। ন্যায়, সত্য ও হক দীনের খাতিরে জিহাদ করার হুকম কেবল মাত্র মুহাম্মদী উম্মতের উপরেই হয় নাই; বরং পূর্বের নবী ও রসূলদের উপরেও ঐ হুকম হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বকালে যাহারা হক পথে জিহাদ করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলাই যেমন জয় ও ফতহ দিয়াছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীকেও তিনিই জয় ও ফতহ দিবেন। তৃতীয়তঃ, সৈন্য-সংখ্যা অথবা অস্ত্র-শস্ত্রের উপরে জয় ও ফতহ নির্ভর করে না। বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহমতেই জয় আসিয়া থাকে। এই সকল বিষয় উম্মতে মুহাম্মদীর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুমিনদিগের সামনে ইসরাঈলীয়দের এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় জুয্ সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

খুনের দাবী ও তজ্জনিত কসম করা

৩৬১। আবূ হাসামা—তনয় সহ্‌ল্ নিজ গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের হইতে বর্ণনা করেন যে, লোকে খাদ্য-কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে [বিভিন্ন স্থানে কাজ করিতে যায় এবং] সাহল-তনয় আবদুল্লাহ্ ও মস'উদ-তনয় মুহইয়িসা খায়বার পানে বাহির হইয়া যায়। [অনন্তর, তাহারা একস্থানে অবস্থান করিতে থাকে এবং দিনের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাজ করিতে যাইতে থাকে।]

অনন্তর, মুহইয়িসা [একদা কাজ হইতে ফিরিয়া] আসিলে তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, সাহ্‌ল-তনয় আবদুল্লাহ নিহত হইয়াছে এবং তাহাকে একটি নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তখন সে য়াহূদীদের নিকট গিয়া বলে, "আল্লার কসম, তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়াছ।" য়াহূদীগণ বলে, "আল্লার কসম, আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই।"

তারপর, মুহইয়িসা, তাহার ভ্রাতা হুআইয়িসা এবং [নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা] সাহল-তনয় আবদুর রহমান রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আগমন করে এবং মুহইয়িসা কথা বলিবার উপক্রম করে। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

كَبِّرْ كَبِّرْ

"বড়কে বলিতে দাও, বড়কে বলিতে দাও।" অর্থাৎ বয়সে যে বড় সে বলুক।

অনন্তর, প্রথমে হুআইয়িসা কথা বলিল এবং তারপর মুহইয়িসা কথা বলিল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

"য়াহূদীগণ তোমাদের [নিহত] লোকটির রক্ত মূল্য দিবে, অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।"

অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন। তাহাতে তাহারা [পত্রযোগে] লিখিয়া জানাইল, "আল্লার কসম, ইহা নিশ্চিত যে, আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই।"

তখন হুআইয়িসা, মুহইয়িসা ও সাহল-তনয় আবদুর রহমানকে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

"أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟"

قَالُوا "لَا" قَالَ "فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟"

قَالُوا "لَيْسُوا مُسْلِمِينَ -"

"তোমরা কি কসম করিয়া তোমাদের লোকটির রক্তমূল্যের হকদার হইতে চাও ?"

তাহারা বলিল, "না।"

তিনি বলিলেন, "তবে য়াহূদীগণ কসম করিবে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারা বলিল, "উহারা তো মুসলিম নয়।" [তাহারা মিথ্যা কসম করিতে পারে। কাজেই তাহাদিগকে কসম দিয়া কোন ফল হইবে না।]

রাবী বলেন, অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ নিজের নিকট হইতে রক্তমূল্য দান করেন এবং তাহাদেরে এক শত উট পাঠাইয়া দেন। সাহ্‌ল বলেন, "ঐ উটগুলির মধ্য হইতে একটি লাল উট্‌নী আমাকে লাথি মারিয়াছিল"।

—বুখারী ও মুসলিম।

৩৬২। এক জন আনসারী হইতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞাত হত্যাকারী সম্পর্কে কসম দিবার যে রীতি জাহিলী যমানাতে প্রচলিত ছিল তাহা রসূলুল্লাহ সঃ বজায় রাখেন এবং আনসার দলের কতিপয় লোক তাহাদের এক জন নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে য়াহূদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে তিনি ঐ রীতি অনুযায়ী ফয়সালা দেন।[১]

১। ইসলাম-পূর্ব যুগে এই রীতি ছিল :—

"কোন গোত্রের মধ্যে অথবা কোন এলাকায় যদি কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যাইত এবং তাহার হত্যাকারী সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য জানা না যাইত তাহা হইলে নিহত ব্যক্তির পক্ষের লোকেরা ঐ গোত্রের বা ঐ এলাকার সকল লোককে ঐ হত্যার জন্য দায়ী করিয়া তাহাদের নিকট রক্ত-মূল্য দাবী করিত। তারপর ঐ গোত্রের বা এলাকার লোকেরা ঐ খুন সম্পর্কে নিজেদের সম্পর্কশূন্যতা ঘোষণা করিয়া রক্তমূল্য দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে, দ্বিতীয় পর্যায়ে নিহতের পক্ষের লোকেরা ঐ গোত্র বা এলাকা হইতে পঞ্চাশ জন লোকের নাম উল্লেখ করতঃ বলিত যে, অমুক অমুক পঞ্চাশ জন লোক কসম করিয়া বলুক যে, তাহারা ঐ ব্যক্তিকে হত্যাও করে নাই এবং কোন্ ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহাও তাহারা জানে না। অনন্তর, ঐ গোত্রের বা এলাকার ঐ নির্দিষ্ট পঞ্চাশ জন লোক ঐ মর্মে কসম করিলে মামলা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ জন লোক কসম করিতে অস্বীকার করিলে, তৃতীয় পর্যায়ে নিহতের পক্ষের পঞ্চাশ জন লোককে এই মর্মে কসম করিতে বলা হইত যে, ঐ গোত্রের বা এলাকার ঐ পঞ্চাশ জন কসমকারীর কোন এক জন হত্যা করিয়াছে অথবা হত্যাকারীর খবর জানিয়াও তাহা অস্বীকার করিয়াছে। অনন্তর, তাহারা ঐ মর্মে কসম করিলে তাহারা রক্তমূল্যের হকদার সাব্যস্ত হইত।" ইহাই ছিল ইসলাম-পূর্ব যুগের রীতি। এখন হাদীসগুলি অনুধাবন করিয়া দেখা যাক।

৩৬২ নং হাদীসটি অস্পষ্ট; আর ৩৬১ নং হাদীসটিকে উহার ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

তারপর, ৩৬১ নং হাদীসটি বিশ্লেষণ করিলে যাহা দেখা যায় তাহাতে এ কথা বলা সঙ্গত হয় না যে, অজ্ঞাত হত্যাকারী সম্পর্কে ইসলাম-পূর্ব যুগের রীতিটি বজায় রাখা হইয়াছে। কারণ, যে সময়ে ঐ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল সে সময়ে য়াহূদী জাতি এবং রসূলুল্লাহ সঃ-র মধ্যে সন্ধি-চুক্তি বর্তমান ছিল। অধিকন্তু, তিনি য়াহূদীদিগকে অভিযুক্ত করিয়া একবার পত্রও দিয়াছিলেন। এমতঅবস্থায় তিনি ইচ্ছা করিলে য়াহূদীদের পঞ্চাশ জনকে কসম করিবার জন্য বলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিহতের পক্ষের লোকদেরে কসম করিবার কথা বলিলে তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া তাহারা জাহিলী যুগের রীতি অনুযায়ী রক্তমূল্যের হকদার হয় নাই। তথাপি রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদেরে রক্তমূল্য প্রদান করেন। তৃতীয়তঃ, হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটিতে ঐ গোত্র বা এলাকার লোকদেরে রক্তমূল্য দিতে বাধ্য করা হয় নাই—রক্তমূল্য দিয়াছিলেন রসূলুল্লাহ সঃ স্বয়ং। কাজেই জাহিলী যুগের রীতিটি বজায় থাকার দাবী প্রমাণিত হয় না।

ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে

(৫৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব পাকিস্তানের আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ : "দোর্‌রায়ে মোহাম্মদী" ও অন্যান্য পুঁথি

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মওলানা এলাহী বখ্‌শ মরহুম তদীয় 'দোর্‌রায়ে মোহাম্মদী'তে যে সমস্ত কেতাবের উল্লেখ এবং/অথবা হাওলা প্রদান করিয়াছেন নিম্নে তাহা উল্লেখিত হইল :

(ক) কোরআন মজীদের তর্জমা ও তফসীর

১। কোরআন মজীদ মুতারজম :
শাহ্ আবদুল কাদের মুহাদ্দিস দেহলভী

২। তফসীর কবীর :
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী

৩। তফসীরে ফতহুল আযীয :
মওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী

৪। তফসীরে জামেউল বয়ান :
আল্লামা সৈয়দ মুঈন

৫। ফতহুল বয়ান :
নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান

৬। আল্-একলীল ফীল মুতাশাব্‌বেহি ওয়াত্তাবীল :
ইমান ইব্‌নে তায়মীয়া

(খ) হাদীস

৭। সহীহ বুখারী

৮। সহীহ্ মুসলিম

৯। সুননে আবি দাউদ

১০। জামে তিরমিযী

১১। সুননে নাসাঈ

১২। সুননে ইব্‌নে মাজা

১৩। মুওয়াত্তা মালেক

১৪। মসনদে আহমদ

১৫। দারেমী

১৬। দার কুৎনী

১৭। ইব্‌নে হিব্বান

১৮। মিশকাতুল মাসাবীহ

১৯। মিসকুল খিতাম শর্‌হে বুলুগুল মোরাম

(গ) ফেকাহ, আকায়েদ ও মাসায়েল

২০। হেদায়া :
বুরহানুদ্দীন মুরগেনানী

২১। দুর্‌রুল মুখতার :
ইমাম মোহাম্মদ আলাউদ্দীন

২২। শর্‌হে হিদায়া :
আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী

২৩। ফতহুল কদীর :
আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে হুমাম

২৪। গায়েতুল আওতার

২৫। হাশীয়ায়ে চল্‌পী

২৬। ফাতাওয়ায় কাযীখান

২৭। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

২৮। কানজুদ্ দাকায়েক

২৯। গুনিয়াতুত্তালেবীন :
শায়খুল মশায়েখ আল্লামা আবদুল কাদের জীলানী।

৩০। ইর্‌শাদুস্ সায়েল ইলা দলীলিল মাসায়েল :
আল্লামা শওকানী

৩১। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা :
শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী

৩২। ইক্‌দুল জীদ :
শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী

৩৩। তাম্বীহাত :
ইমাম ইবনুল ঈয্

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৪। নাযূরাতুল হক :
আল্লামা হারূণ মারজানী
৩৫। আল্‌-ইকাফ ফী বয়ানে সাববিল ইখ্‌তিলাফ :
আল্লামা হায়াত সিন্ধি
৩৬। জওয়াহেরুল উসূল ফী ইল্‌মে হাদীসির রসূল :
নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান
৩৭। এহ্‌য়ূ উলূমিদ্দীন :
ইমাম গায্‌যালী

(ঘ) **ইতিহাস**

৩৮। তারীখে ইব্‌নে খল্লদূন
৩৯। তারীখে ইব্‌নে খল্লকান
৪০। তারীখে বাগদাদ : খতীব বাগ্‌দাদী

(ঙ) **অন্যান্য**

৪১। দিরাসাতুল্লবীব ফীল-উসূওয়াতিল হাসানাতিল হাবীব :
আল্লাম শাইখ মূঈন
৪২। লিছানুল মীযান :
হাফেয ইব্‌নে হজর আসকলানী
৪৩। আল-কওলুস্‌সদীদ :
ইব নে মোল্লা ফারুগ মক্কী হানাফী
৪৪। শর্‌হে আইনিল ইলম :
মোল্লা আলী কারী
৪৫। রওযাতুল উলামা
৪৬। আল্‌-ইউওয়াক্বীত ওয়াল জাওয়াহের :
ইমাম শা'রানী
৪৭। মী'আরুল হক :
আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী
৪৮। হেদায়তুস্‌ সায়েল :
৫৯। যুহ্‌রুল মুহ্‌তী ফী আদাবিল মুফ্‌তী :
নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান
৫০। ইত্তেহাফুন নোবালা : ঐ
৫১। সিফ্‌রুস্‌ সাআদাত :
আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী
৫২। মুগীসুল খাল্‌ক্‌
৫৩। কালামে ইমামে হারামাইন, প্রভৃতি

মওলানা এলাহ বখশ তাঁহার কেতাবে 'কবি-কারের শেষ কালামে' সেই মুতাআস্‌সব মযহাবীকে খারাপ বলিয়াছেন যাহারা তক্‌লীদকে ফরয-ওয়াজেব বলিয়া প্রচার করে, সুন্নতের উপর 'তান তের্সনা' করে, হাদীসের উপর আমলদার মোহাম্মদীদিগকে খারাপ ভাবিয়া গালিগালাজ করে, তাহাদিগকে লা-মযহাবী বলিয়া আখ্যায়িত করে, সুযোগ পাই-লেই 'লাঠিশুটা' মারে, তাহাদের মসজিদে কেহ জোরে আমীন বলিলে গরদান ধরিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং মোহাম্মদীদের পিছনে নামায পড়া না জায়েয মনে করে!

কিন্তু সেই বেরাদার ২॥
উপরের মাফিক না'হি করে ছারাছার *
পেলে মোহাম্মদীগণে ২॥
আপসেতে তুস্তি কইরে মিলে জানে প্রাণে *
ভাল বাসে ছুন্নতেরে ২॥
যদিও পায়রবি এক আলেমেরে করে *
করে পায়রবি এমতে ২॥
হাদিছ কোরআনের খেলাপ পায় যদি তাতে *
তারে নাহিক মানিয়া ২॥
কোরআন ও হাদীস মতে চলে খুসি হৈয়া *
কইরে পরদা ওগায়রারে ২॥
আপসেতে মিলে ঝুলে দিনদারি করে *
হিংসা কিছু না করিয়া ২॥
দিনদারি করে সেই খোদাকে ডরিয়া *
সেই মাজহাবীরে ২॥
মোহাম্মদী বৈলে আমি জানি ছারাছারে *
জানি মুমিন তাহারে ২॥
আল্লার পিয়ারা জান হে মোমিন ছারে *
যে এয়ছা লোকের সাতে ২॥
কিনা ও বোগ্‌জ ভাই রাখিবে দেলেতে *
সেই গোনাগার হবে ২॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলমানের সঙ্গে যেই দুশমনি রাখিবে *
গোড়া সকলেরি এক ২ ॥
ডাল ও পালা নিয়া কেন কর ঠেকাঠেক *
মছলা এখতেলাফি লিয়া ২ ॥
ঝগড়া না কৈরে রহ একতা হইয়া *
যদি ঝগড়া করিবে ২ ॥
মোছলমানি উভয়ের বরবাদ হইবে *
লেখে দিনু হক বাত ২ ॥
মান বা না মান তোমরা হে নেক জাত *
তোমরা-আপস হইয়া ২ ॥
আল্লার এস্কৈতে মজ জান দেল দিয়া *
যেই এস্কেতে মজিল ২ ॥
একাল ওকাল তার দোরস্ত হইল *
গাই তার এক গান ২ ॥
পড়িয়া শুনিয়া মজ ওহে জ্ঞানবান *

এই গান এবং অনুরূপ আরও বহু গযল গান মওলানা মরহুম নিজে তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়া নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে খোদার এশকে মজিয়া এক মনে এক ধিয়ানে গাহিতেন—আর জার জার করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। জলসা বা ওয়াযের মজলিসে তাঁহার অপূর্ব করুণ সুর-লহরীতে যখন এই ধরণের গযল ধ্বনিয়া উঠিত, পাষাণ হৃদয়ও তখন গলিয়া মোম হইয়া যাইত। সকলের চক্ষু ভেদিয়া অঝোরে অশ্রু নির্গত হইত এবং তাঁহার সাথে সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইত। আজিকার দিনে ঐরূপ অন্তর ঝরা কান্নার করুণ দৃশ্য অকল্পনীয়।

তবু আল্লার এমন বান্দা থাকিতে পারে যে বা যাহারা এই গানের তত্ত্ব জ্ঞানের সন্ধান লাভ করিয়া আল্লার প্রেমে মশগুল হওয়ার প্রেরণা লাভ করিবে। এই জন্যই নিম্নে উহা উধৃত করিলাম।

॥ গান আল্লার মহব্বতের রাগ ॥
॥ মিল বাহার ॥

কেনরে পামর মন, আপন মনিবে না চিন,
যে তরে ভবে পাঠাল তার আজ্ঞা নাহি মান *
আপন দিকে দেখ ওরে, চিনিতে পারিবে তারে,
তবে প্রেমে ডুবিবেরে, সে ডুবে পাবা মিলন ॥
যদি ডুব তার প্রেমেতে, তবে দুকুল হবে ফতে,
ভলবাসবে সকলেতে, কোরানে আছে প্রমাণ *
ছাড় সব কাম ও কাজ, মনিবের প্রেমেতে মজ,
দুকুলের পাবা রাজ এ কথাকে সত্য জান ॥

যার আজ্ঞা সবে মানে, দিবা নিশি জানে প্রাণে,
তারে নাহি মান কেনে, নাহি বুঝি তোর জ্ঞান *
কিছু নাহি ছিলা যবে, এক বিন্দু পচা আবে,
আপনা ক্ষমতা ভাবে, করিল তোরে সৃজন।
দেখ কেমন অন্ধকারে, পড়িয়া রাখিল তোরে,
প্রাণ দিয়া দয়া কৈরে, আপে পাক নিরাঞ্জন *
দেখ ওরে ভেবে মনে, ছিলা যেমন কঠিন স্থানে।
কষ্ট পাইতা জানে প্রাণে, যদি না করত জতন ॥

এমন স্থানে রুজি দিল, পাবার নাহি আশা ছিল,
সৃষ্টি বলে দয়া করল, নহে হইত মরণ *
ভবে যবে জন্ম লিলে, অজ্ঞান ও অবোধ ছিলে,
পরে শক্তি জ্ঞান পেলে, সে কথা নাহি স্মরণ ॥
কত শত এই মতে, দ্রব্যগণ ভাতে তাতে,
দিতেছেন পৃথিবীতে, তার কি আছে গনন *
এসবের শোকর কর, প্রেমে মজ মনিবের,
নহে হবে দুঃখ ও মার, যে কালে হবে মরণ ॥

দিবারাত্রে প্রেমের ঘুরে, মইজে থাক মন ওরে,
তবে মনো বাঞ্ছা ছারে, পূর্ণ হবে কথা শুন *
যে এর প্রেমে মজে রবে শেষে তার মিলন পাবে,
সে কালে কি মজা হবে, কে করতে পারে বর্ণন ॥
মিলনে যে মজা পাবে, সে মজায় অজ্ঞান হবে,
সব কথা ভুলে যাবে, কেবল রবে ঐ ধিয়ান ॥
শেষ করিনু কথা মোর, যদি থাকে জ্ঞান তোর,
তবে মজ প্রেমে তার, বখ্‌সের এইকথা মান *

www.ahlehadeethbd.org

হেদায়েতুল মুতায়াচ্ছেবিন

সম্ভবতঃ এই কেতাবখানা মওলানা এলাহী বখ্‌শ মরহুমের দ্বিতীয়ঃ পুঁথি। শায়ের স্বয়ং তাঁহার পুঁথির ভূমিকায় যে তারীখ লিখিয়াছেন তাহা : সন ১৩১৮ সাল ২৫শে বৈশাখ। পুঁথি খানা কলিকাতার আলতাফী প্রেসে ১৩১৯ সালে মুন্সী করীম বখ্‌শ কর্তৃক মুদ্রিত। সাধারণ পুঁথির সাইজ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

লেখক ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার সার সংক্ষেপ এই যে, বড় বড় সাহাবী এবং ইমামগণের মধ্যেও শরীঅতের কতিপয় মসআলায় এখতেলাফ হইয়াছে, কিন্তু এ জন্য কেহ কাহাকেও মন্দ বলেন নাই এবং কাহারও পশ্চাতে নামায পড়িতে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশের মুতাআস্‌সব লোক বৃথা পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহাদের নসীহতের জন্যই এই পুস্তক লিখিত।

চিরাচরিত প্রথায় হাম্‌দ্‌ ও না'ত দিয়া— পুঁথির শুরু। তারপর 'শায়েরের কালামে' মুসলমান-দিগকে হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া ফরূয়াত লইয়া ঝগড়া বিবাদ না করার সুন্দর নসিহত প্রদান করা হইয়াছে। সহজে বোধগম্য মেসাল দিয়া আসল ও ফরূ এর পার্থক্য বুঝান হইয়াছে। যেমন—

আছলের মানি বুঝ বড় দরক্তের ॥
ফরূ বলে ডাল পালা জানহে মাহের *

মওলানা এলাহী বখশের মতে—

এখতেলাফ আছলেতে কেহ না করিল ॥
যত এখতেলাফ দেখ ফরূতে হইল *
নামাজ পাঁচকে ছয় কেহ না বলিল ॥
ত্রিশ রোজাকে কেহ চল্লিশ না করিল *
সরাব হালাল ভাই কেহ না জানিল ॥
শুওর হালাল ইলা কেহ না মানিল *
এই মতে যতগুলি আছেত অছুল ॥
মুসলমান সকলেরই একই কওল *

মওলানা এলাহী বখ্‌শ বলেন, ফরূআতে এখতেলাফ ঘটিয়াছিল সাহাবীদের ভিতর, তাবেয়ীনদের ভিতর এবং তাবে-তাবেয়ীনদের ভিতর। প্রসিদ্ধ ইমাম-গণ এবং মুহাক্কেক আলেমগণের মধ্যেও শরীয়তের বহু মসলা মাসায়েলে মতান্তর ঘটিয়াছে কিন্তু এই সব বুযর্গদের কেহই কাহাকেও এজন্য মন্দ বলেন নাই, কেহ কাহারও প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নাই। অতঃপর তিনি এক এক করিয়া প্রায় ২০টি এখতেলাফী মসলা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির উভয় দিকের দলীলাদি পেশ করিয়া উহার সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মতভেদমূলক বিষয় সমূহ লইয়া তাঁহার সময়ে যেমন সমাজের ভিতর নানারূপ গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, আজও কোথাও কোথাও তাহা হইয়া থাকে। এজন্য তিনি কিভাবে প্রত্যেকটি মসলা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের পথ নির্ণয় করিয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহা আরয করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

১। জুমার দ্বিতীয় আযান ঃ

জুমার খোৎবার পূর্বে আযান একটি না দুইটি দিতে হইবে এই লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে।

মওলানা মরহুম এই প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে রেওয়ায়েতকৃত সায়েব ইবনে ইয়াযীদের হাদীসের উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, রসূলুল্লার (দং) যুগে এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফত কালে আযান একটিই ছিল। এবং তাহা দেওয়া হইত যখন ইমাম খোৎবার জন্য মিম্বরে উপবেশন করিতেন। কিন্তু হযরত ওসমানের সময় যখন মুসলমানের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল তখন তিনি 'যাওরায়' তৃতীয় আহ্বানের (একামতকে এখানে দ্বিতীয় আহ্বান ধরা হইয়াছে) ব্যবস্থা করিলেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যা-য়নের পর পুঁথিকার লিখিতেছেন ঃ

রছুল আর ছাহাবিরা যে কাম করিল ॥
মুখালেফ তার দেখ উছমান হইল
এবারে ফতুওা ভাই কি বলিয়া দিবে ॥
হেদাতি বেদাতি কিম্বা অন্য কোন ভাবে ?
... ...
সামাল সামাল ভাই অহে মুসলমান ॥
বেহুদা বচন হৈতে সামাল জুবান *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছুট মুখে বড় কথা একি অবিচার ॥
হুস কর তওবা কর পাইবে নিস্তার *
এ হাদিছ মতে ভাই এই বুঝা গেল।
তৃতীয় আজান দেওয়া জায়েজ হইল *
যদি কেহ তৃতিয় আজান নাহি দিয়া ॥
প্রথম আজান দেয় ছুন্নত জানিয়া।
বুরা না বলিবে তারে শুন বেরাদার ॥
যে বলিবে সে হইবে ছুন্নতের মুনকের *

এ সম্পর্কে সর্বশেষ উপদেশ ঃ

কেহ কারে বুরা নাহি বলিবেক ভাই ॥
মিলে ঝুলে দিনদারি করহ সবাই *

২। ফরয নামাযের পর হাত উঠাইয়া মুনাযাত

দোওয়ার গুরুত্ব এবং ফরয নামাযের পর দেওয়ার দলীল সম্পর্কে লেখক সুরায় মুমেনের একটি আয়াত, মেশকাত শরীফের (১০১পৃঃ) একটি হাদীস (তিরমিযী,) তিরমিযীর (৫০ পৃঃ) অপর একটি হাদীস, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার নববীর মন্তব্য (মুসলিম নববীসহ ২৯৩ পৃঃ) জামে সগীরের একটি হাদীস, এবং মসনদে আহমদের একটি হাদীস (যাহা গুনিয়াতু-ত্তালেবীনের ৮০৮ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখিত হইয়াছে) উধৃত করিয়া উত্তমরূপে উহার সিদ্ধতা এবং বরকতের কথা সাবেত করিয়াছেন। তারপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

ইহাতে সুন্নত ভাই ছাবেত হইল ॥
বেদাত বলিল যেই গোনাতে পড়িল *
সামাল সামাল ভাই জবান আপন ॥
যেয়সা তেয়সা কথা নাহি বলিও কখন *
চাহ মুনাজাতে হাত উঠাও আপন ॥
খাছ কইরে ফরজেতে শুনহে সুজন *
কিম্বা যদি কোন জন হাত না উঠায় ॥
এই মতে মুনাজাত করে হামেসায় *
বুরা না বলিবে তারে অহে দিনদার ॥
যে বলিবে গোনাগার হবে ছারাছার *

নামাজ দুয়েরি ভাই ছহি হৈয়া জাবে ॥
ঝগড়া ফছাদ কিছু কামে না আসিবে *
হাছাদ ও ফছাদ সবে খাস্ত কইরে দিয়া ॥
মুছলমানি কর সবে একতা হইয়া *
মানা করিয়াছে খোদা ঝগড়া করিতে ॥
যে করিবে গেরেফতার হবে আজাবেতে *
একতা ছাড়িয়া যেই ভ'গ ভাগ হইবে ॥
খোদার গজবে সেই পড়িয়া রহিবে *

৩। রমযানের প্রত্যেক রাত্রে তারাবীর জামাআত

লেখক মেশকাত শরীফের ১০৬ পৃষ্ঠা হইতে আবু যরের হাদীছ (যাহা আবু দাউদ, তিরমিযী' নাসায়ী, এবং ইবনে মাযা স্ব স্ব হাদীস গ্রন্থে রেওয়ায়েত করিয়াছেন) উধৃত করিয়া বলেন ঃ

জামাত করিয়া পড়া এ হাদিছ মতে ॥
বেসক ছাবেত হইল বুঝ সকলেতে *
যে তিনদিন রসূলুল্লা জামাত করিল ॥
সে তিনে জামাত করা ছুন্নত হইল *
এ তিনেকে যেই জন তরক করিবে ॥
বেশক ও বেশোবা সেই বেদাতি হইবে *
বাকী সব রাত্রে ভাই জামাত করণ ॥
মুছতাহাব হৈল এই হাদীছ মতন *

অতঃপর বুখারী, মুসলিম ও বয়হাকী আরও কতিপয় হাদীস নকল করিয়া এবং আশ-আতুল লাম-আত, মিসকুল খিতাম, নববীর শরহে মুসলিম, মওলানা ইসমাঈল শহীদের ইযাহুল হক্কেস সরীহের মন্তব্য উধৃত করিয়া তারাবীর নামায সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিম্নোধৃত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

এই দলীলেতে ভাই এই বুঝা গেল ॥
দুনই রকমে নামাজ জায়েজ হইল *
যদি ফজিলত বেশী লিতে চাহ ভাই ॥
মাছজেদে জামাতের সঙ্গে পড়হ সবাই *
আর যদি ঘরে একা পড়িতে থাকিবে ॥
নামাজ তোমার ভাই দুরস্ত হইবে *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু ঐ তিন রাত জামাত করিয়া ॥
যে রাত্রে রছুলে পড়ে সকলেকে লিয়া *
নিশ্চয় পড়িতে হবে একিনে জানিবে ॥
নহেত বেদাত বিচে গেরেফতার হবে *

৪। তছবিহ পড়ার কথা

হাতের আঙ্গুলে অথবা দানার তৈয়ারী তসবীহতে আল্লার পবিত্র হামদ সানা প্রভৃতি পাঠ করা উভয়ই জায়েয। ৩টি হাদীসের সাহায্যে লেখক ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তসবীহকে যাহারা বৈরাগীর 'মালা জপা' বলিয়া উপহাস করেন তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন ঃ

জবান ঘোড়াকে দেহ লাগাম চুপের ॥
তবে ত ভালাই তোর হইবে আখের *
হাজত মতন ভাই তাহাকে দৌড়াবে ॥
দুন জাহানেতে তোর এজ্জত বাড়িবে *
... ...
চাহে তছবি আঙ্গুলেতে কর দিনদার ॥
চাহে দানা ইত্যাদিতে করহে শুমার *
দুনুই জায়েজ আছে কেতাব মাঝার ॥
সুবা হয় দেখে লেও নায়লুল আওতার

৫। এক পরিবারের পক্ষ হইতে এক বকরী কুরবানী ঃ

এই বিষয়ে তিরমিযী, মুওয়াত্তা মালেক, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, মুসলিম, প্রভৃতি মু'তাবর হাদীস গ্রন্থের বহু হাদীস মুসলিমের শরাহ নববী এবং "রাওযাতেন নাদীয়া শারহে দুরারেল বাহীয়া" গ্রন্থের উধৃতি পেশ করার পর পুঁথিকার লিখিয়াছেন,

এই সব হাদিছেতে এই বুঝা গেল ॥
কোরবানী বকরীর দ্বারা জায়েজ হইল *
একের তরফ হইতে কিম্বা সকলের ॥
বাড়ি ওয়ালার দিগে হৈতে জানিবে মাহের *
কিন্তু যদি গরু দ্বারা তাকত হইবে ॥
তাহাতে কোরবানী করা আফজল জানিবে *
তাহা না করিয়া যদি কুরবানি করি দিয়া ॥
ছখ্তি নাহি কর ভাই তাহার লাগিয়া *
যদি কেহ বুরা বলে কারণে এহার ॥
হাদিছের মনকের তাঁরে জান ছারছার *
কোরানের হাদীছের কেহ না রাখে খবর ॥
জাহেল গাঙার তারে জান বেরাদার *

মুসলমানগণের আপোষে ঝগড়া বিবাদকে মওলানা এলাহী বখশ কিরূপ ঘৃণা করিতেন এই কেতাবের পাতায় পাতায় তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম এবং আয়েম্মায়ে দীনের কল্যাণ মণ্ডিত দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ পেশ করিয়া তিনি তাহাদের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানাইয়াছেন। কুরবানীর পশু সম্পর্কে আলোচনার পর তিনি বলেন,

দেখ আয়েম্মায়ে আরবারে ২ ॥
অর্থাৎ হজরত এমাম আবু হানিফার তরে *
এমাম মালেক সাফাই ২ ॥
এমাম আহমদ এই জানিবে সবাই *
তারা এখতেলাফ করিয়া ২ ॥
কেতাব তছনিফ করিয়া গেছেন চলিয়া *
তারা বড় দিনদার ২ ॥
দিনের এমাম তারা সবার ছরদার *
তারা এলেমে মাহের ২ ॥
তাবেদারে ভরা আছে পৃথিবী ভিতর *
কিন্তু কেহ কার তরে ২ ॥
বুরা খারা লফজ কিছু জাহের না করে *
যদি চাও দেখিবারে ২ ॥
চক্ষু খুলে চেয়ে দেখ হেদায়া ভিতরে *

৬। মাথার চুল মুণ্ডান, ছোট করিয়া রাখা অথবা বড় করিয়া (বাবরী) রাখা

এই বিষয়ে ২।৩ যুগ পূর্বে মুসলমানগণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া আহলে-হাদীস জামাতে সম্ভবতঃ বেশ মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এবং সেইজন্যই এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের ফয়সলা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। কুরআন মজীদের দুইটি আয়াত, এবং কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যার পর লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন মাথার চুল সম্পূর্ণ ফেলিয়া দেওয়া, বাবরী রাখা এবং ছোট করিয়া রাখা ৩ প্রকারই জায়েয আছে।

এ বিষয়ে ছখতি ভাই কিছু না করিবে॥
করিলে আখেরে বড় গোনাগার হবে *
যে কামে করা না-করা দুনই সমান॥
তাতে মুছলমানে নাহি কর অপমান *
আপসেতে যদি তোমরা লড়িতে থাকিবে॥
মোহাম্মদী দিন তবে গারত হইবে *

৭। জানোয়ার খাসি করা

গরু, ছাগল প্রভৃতি খাসী করা এবং ঐগুলি কুরবানী করা জায়েজ কিনা এ সম্পর্কে আজও সমাজের নানা স্থান হইতে প্রশ্ন আসে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, একটি সিদ্ধ এবং স্বীকৃত বস্তুকে লইয়া সমাজের মধ্যে বৃথা মতভেদ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা আজও স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। ৫০ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ ইহা অজ্ঞ জামাতের সম্মুখে একটি সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। আর সেজন্যই এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে মওলানা মরহুমকে বিষয়টির সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

'খালকুল্লার পরিবর্তন' কুরআন মতে নিষিদ্ধ। ইহাই খাসীকরণ বিরোধীগণের দলীল। মওলানা সাহেব তফসীর মুআলিমুত্ তানযীলের উধৃতি দিয়া ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদা, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব এবং যুহ্হাকের ন্যায় প্রতিথযশা কুরআন বিশেষজ্ঞগণের অভিমত নকল করিয়াছেন। তাহারা একবাক্যে বলিয়াছেন, খালকুল্লার অর্থঃ আল্লার স্বভাব সুন্দর বিধানের পরিবর্তন সাধন—তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হালাল করা, যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা হারাম করা।

তফসীর ফত্হুল বয়ানেও এই অর্থের সমর্থনে পণ্ডিত মওলীর উক্তি উধৃত হইয়াছে। মুসলিম শরীফের শরাহ নববীতে ইমাম বাগাবীর অভিমত উধৃত করা হইয়াছে। বাগাবী বলেন, যে চতুষ্পদ জন্তু খাওয়া হালাল নয় কেবল তাহাই খাসী করা হারাম কিন্তু যাহা হালাল তাহার খাসী করা সিদ্ধ, তবে উহা বাচ্চা অবস্থায় করিতে হইবে, বড় হওয়ার পর চলিবে না। বুখারীর ভাষ্য ফত্হুল বারী (২১শ পারা : ৩৪ পৃঃ) এবং নয়লুল আওতারে (৭ম খণ্ড : ৩০১ পৃঃ) উহার হালালের প্রমাণপঞ্জী মওজুদ রহিয়াছে।

খাসী কুরবানী করা সম্পর্কে সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ আবূ দাউদে স্পষ্ট হাদীস উল্লিখিত হইয়াছে।

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ

জাবের (রাযীঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরবানীর দিবসে দুইটি দুম্বা যবহ করিলেন দুম্বা দুইটি ছিল শিঙবিশিষ্ট ধলা কাল খাসী।

অবশ্য ঘোড়া খাসী করার নিষেধক একটি হাদীস মসনদ ইমাম আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত হাদীসকে ইমাম শওকানী তদীয় হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ নয়লুল আওতারে যঈফ বলিয়াছেন। অথচ খাসী করার সপক্ষে দলীল বিশুদ্ধতর এবং সবলতর। সুতরাং যাহারা জানোয়ার খাসী করে এবং উহা দ্বারা কুরবানী দেয় তাহাদিগকে কিছুতেই মন্দবাক্য বলা চলিবে না। আর যাহারা উহার বিপক্ষে তাহাদিগকে কিছু বলা উচিত হইবে না। ইহাই মওলানা মরহুমের সিদ্ধান্ত। সমাজে যে সব মসলা লইয়া নাহক বাড়াবাড়ি করিতে দেখা যায় এরূপ কতিপয় বিষয়ও আলোচনা করিয়া জনসাধারণ এবং সঙ্কীর্ণমনা আলেমগণকে তাআসসুবী পরিত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে মেয়েদের কান ও নাকে অলঙ্কার পরিধান, পাল্কিতে আরোহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লেখক এই সব মসলার আলোচনায় এই নীতির কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কুরআন এবং হাদীসে যাহা নিষিদ্ধ নয়—তাহাকে হারাম করা অত্যন্ত অন্যায়। অনুরূপ ভাবে যাহা হারাম তাহাকে হালাল বলা অমার্জনীয় অপরাধ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এতদ্ব্যতীত পুঁথিকার 'বিবাহে মেয়েদের পণ, 'মসজিদে মেহরাব, 'আকীকার বয়ান,' 'সুদ প্রসঙ্গ', যাকাত ফিৎরা কুরবানী প্রভৃতির হকদার,' 'হারাম মালে মসজিদ তৈয়ার,' 'নগদ ও বাকী বিক্রয়ে দরের তারতম্য,' একজনের দরের উপর অপর জনের দর করণ ইত্যাদি বিষয় কুরআন ও হাদীসের আলোচনা পর্যালোচনা করিয়াছেন। স্থানাভাবে উক্ত আলোচনার আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। তবে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেকটি বিষয়ে মওলানা এলাহী বখশের ফয়সালা ও অভিমত আজিকার দিনে হুবহু গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে, দুই একটি বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অবশ্য ইহাতে দোষণীয় কিছুই নাই যে কোন আলেমের অন্ধ তকলীদ আহলে হাদীস মতে অত্যন্ত দোষণীয়—এই কথা সদা স্মরণীয়।

পীর মুরিদী ও ইমামতির দাবী সম্পর্কে অভিমত

বাঙ্গালা দেশে পীর মুরিদীর প্রচলিত প্রথা তাঁহার কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। তিনি এদেশে গণ্ডীবদ্ধ 'ইমামত' এবং ক্ষমতাশূন্য 'ইমারতের' দাবীর ও উহার প্রমাণহীনতার শূন্যগর্ভতা উদ্ঘাটন করিয়া বলিতেছেন:

এছাই প্রকারে বিয়ে জাগায় জাগায় যেয়ে
ফছাদ করিয়া ভাই ফিরে॥
কাহে এয়ছা কারবার করে সবে দিনদার
আজাব হইতে নাহি ডরে *
এয়ছা ওলটা-কারবার কেন করে দিনদার
নাহি দেখে হাদিছ ও কোরান॥
এয়ছা ছরদারি তরে, না বলেছে পরওয়ারে,
না বলেছে রছুল দিওান *

তাঁহার মতে এমন সরদারী, এমন পীর পরস্তী ও এমন ইমামতী মক্কা, মদীনা, রুম, শাম, বসরা, কুফা, বাগ্দাদ, মেসের, কাবুল হিন্দুস্তান কোথাও নাই। শুধু বাঙ্গালা দেশেই ইহারা পৃথক পৃথক জামাত ও গোঠ তৈয়ার করিয়া স্বজন্ম পীর ছাড়া অপর আলেমের মসলা গ্রহণের অনুমতি না দিয়া নূতন মযহাব ও নূতন মুকাল্লিদ দলেরই সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি বলেন, বাঙ্গালার এই নূতন মযহাব ও নূতন ইমাম অপেক্ষা পূর্ব যুগের ইমাম চতুষ্টয় ছিলেন সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের তাবেদারী ও অনুসরণই বহুত বেহ্তর।

ইসলামের অতীত যুগে যাঁহারা আদর্শ আমীর বা সরদার ছিলেন তাঁহারা কি করিয়াছেন আর ইঁহারা কি করিতেছেন পুঁথিকার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহার পুঁথির পাঠকদিগকে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন:

এমাম ছরদার তারা লড়াই করিয়া॥
কলেমা আল্লার দিছে বলন্দ করিয়া *
দিনদার ও পরহেজগার করার লাগিয়া॥
লড়াই করিয়াছেন জান ও মাল দিয়া *
তোমরা ছরদার হৈয়া কি কাম করিলে॥
কোন্ কাফেরকে ভাই দিনেতে আনিলে *
বরঞ্চ ছরদারি লিয়া ঝগড়া করিয়া॥
মোহাম্মদী দিন ভাই দিলা বিগাড়িয়া *
শতে শতে বেনামাজী বেপরদা বেদীন॥
সুদখোর জেনাকার বেহায়া কমিন *
জামাতে ভরিয়া আছে না ডাকে তাদেরে॥
আমুদে প্রমুদে সদা থাকেন অন্তরে *

এইরূপ শক্তিহীন, অনুভূতিহীন সুবিধাবাদী ব্যক্তি কেন সরদারীর দাবী করে? লেখকের মতে তাহার কারণ:

জামাত হইবে বেশি, টাকা হবে ঢের॥
রোজির খাতেরে এত কর হেরফের *

কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন:

ছরদারের দাবি যে জন করেন সদায়॥
ছরদারের যোগ্য নয় রছুল ফরমায় *

তাআস্সুবী বা নির্বিচার গোয়ার্তুমি এবং দেশ প্রথার অন্ধ অনুসরণে যাহারা অভ্যস্ত, ছোট খাট মসলা মাসায়েল লইয়া ঝগড়া বিবাদে মত্ত থাকিয়া

(৫৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের স্বরূপ

—মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম,

রবিউল আউয়াল চান্দ্রমাসে বিশ্ব-শান্তির মূর্ত প্রতীক মানব-মুক্তির অগ্রদূত নবী কুল তিলক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ) সাম্য ও মৈত্রির বার্তা এবং হিদায়তের আলো বিকিরণ করিবার নিমিত্ত এই ধুলার ধরনীতে আজ হইতে প্রায় চৌদ্দ-শত বৎসর পূর্বে ৫৭০ অথবা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূণ্য পরশে এই সস্যাগরা পৃথিবী হইয়াছে ধন্য, কুফর ও শির্কের অন্ধকার হইয়াছে দূরীভূত আর তৌহীদ ও ঈমানের জ্যোতিতে হইয়াছে ভক্তদের অন্তরলোক উদ্ভাসিত। বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া এই মাসের দ্বাদশ তারীখে 'মীলাদ মহ্ফিল' নামে প্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির যৌক্তিকতা কতটুকু সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানব মুকুট আদর্শ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জন্মবৃত্তান্ত ও জীবন চরিত আলোচনা করা, উহার প্রকৃতি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা এবং উহা হইতে স্বয়ং প্রেরণা লাভ করা ও অপরকে প্রেরণা দেওয়ার শুভ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মহামতি উলামা ও ধর্মপ্রাণ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সর্বদাই বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় তাঁহার পূত জীবন চরিতের উপর সারগর্ভ আলোচনা করিয়া থাকেন এবং উহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া নিজেদের আচরণের ভিতর দিয়া হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) প্রতি তাঁহাদের সনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) সহিত প্রেম ও ভালবাসা হইতেছে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে অন্তরে হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) প্রতি প্রেম ও ভালবাসা নাই সে অন্তর ঈমানের রওশনী হইতে চিরবঞ্চিত। বস্তুতঃ হযরতের (দঃ) প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসার দাবী তখনই যথার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন তাঁহার প্রকৃত আনুগত্য বরণ ও পূর্ণ অনুসরণ করা হইবে।

কবি প্রকৃত ভালবাসার স্বরূপ সম্পর্কে কি চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন!

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

[নিশ্চয় প্রেমিক তাহার প্রেয়সের অনুগত হইয়া থাকে]

আল্লাহ তাআলার প্রেম ও প্রীতি অর্জন করিতে হইলে প্রথমেই রসূলুল্লার (দঃ) প্রেম ও প্রীতি লাভ করিতে হইবে। রসূলুল্লার (দঃ) প্রীতি লাভ করিতে হইলে তাঁহার আনুগত্য বরণ অপরিহার্য্য। রসূলুল্লার (দঃ) প্রেম ও ভালবাসা লাভ একমাত্র তাঁহার আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। কাজেই আল্লাহ তাআলার প্রীতি ও প্রেমলাভে ধন্য ও সৌভাগ্যবান হইতে হইলে রসূলুল্লার (দঃ) আনুগত্য বরণ একান্ত প্রয়োজন। কোরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়ত এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী। আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাকে মুহাব্বত করিতে চাও তাহা হইলে আমার অনুসরণ করিয়া চল—আল্লাহ তোমাদিগকে মুহাব্বত করিবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলি মার্জনা করিবেন; বস্তুতঃ

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ হইতেছেন পরম ক্ষমাশীল করুণানিধান।"—সূরা' আলে ইমরান ঃ ৩০ আয়ত।

এই আয়তের আলোকে রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজের ভালবাসা বনাম আনুগত্য ও অনুসরণকেই আল্লার প্রেম ও ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মুহাব্বত বা প্রেম হইতেছে প্রেয়সের প্রতি অন্তর-আকর্ষণের একটা গভীর উপলব্ধি। প্রেমাস্পদের সন্তোষ ও পরিতোষ লাভ করার মধ্যেই ইহার পরম সিদ্ধি। শুধু মুখে মুখে প্রেমের কথা উচ্চারণ করিয়া এই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। বস্তুতঃ আল্লার প্রেম ও তাঁহার সন্তোষ অর্জন এবং তাঁহার অসন্তোষ হইতে রক্ষা পাওয়ার যে নিয়ম পদ্ধতি ও ধর্মীয় নীতি বিধান কোরআন ও হাদীসে বিবৃত হইয়াছে প্রেম প্রার্থী সাধককে সেইগুলি অবলম্বন করিতে হইবে।

হাফেয ইব্‌নে কসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তদীয় তফসীর গ্রন্থে বলিয়াছেন :

هذه الاية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية فانه كاذب فى دعواه فى نفس الامر الخ

"এই আয়ত শরীফের ফয়সালা এই যে, যে ব্যক্তি মুখে মুখে আল্লার প্রেমের দাবী করে অথচ মোহাম্মদী তরীকার উপর তাহার আমল নাই সে প্রকাশ্যেই নিজের দাবীতে মিথ্যাবাদী।"

হাদীস শরীফে 'হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) প্রতি মুহাব্বত প্রদর্শনকে ঈমানের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু সেই মুহাব্বত প্রদর্শনের স্বকপোল কল্পিত পন্থা আবিষ্কার করার অধিকার উম্মতের কোনও ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং নবী মোস্তফা (দঃ) সেই মুহাব্বত প্রদর্শনের পন্থা ও পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

من احب سنتى فقد احبنى ومن احبنى كان معى فى الجنة

"যে, ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভাল বাসিয়া উহার অনুসরণ করিল সে যেন আমাকেই ভালবাসিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভাল বাসিল সে আমার সহিত জান্নাতে বাস করিবে।" এই মর্মে আরও হাদীস রসূলুল্লার (দঃ) যবানী বর্ণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ আল্লার আদেশ নিষেধকে অমান্য করিয়া এবং নবী মোস্তফার (দঃ) শিক্ষা ও আদর্শকে বর্জন করিয়া আল্লাহ ও রসূলের প্রেম সাধনার স্বকপোল কল্পিত যে সব পদ্ধতি পতন যুগের অজ্ঞ ও "সাধু" লোকদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে তাহাকে একটা ইবলীসী উপদ্রব ও অকল্যাণজনক নিকৃষ্ট অনাচার ছাড়া আর কিছুই বলার উপায় নাই।

পাঠক মহোদয়! এইবার আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় নিয়া আলোচনা করিব। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই নিবন্ধে আমরা রবিউল দ্বাদশীর তথাকথিক অনুষ্ঠান—প্রচলিত মীলাদ সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানটিকে স্থির চিত্তে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন—উহার যৌক্তিকতা ও বৈধতা সম্বন্ধে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে রসূলুল্লার (দঃ) যবানী কোন হাদীস আছে কি? আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, হাদীসের গ্রন্থরাজিতে উহার কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে, দ্বীনে ইসলাম পূর্ণ পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং দ্বীনের নীতি-বিধান সুনির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

"আজিকার দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান করিলাম; দ্বীন সংক্রান্ত আমার যাবতীয় নে'মতকে তোমাদের উপর নিঃশেষ করিয়া দিলাম এবং এই পূর্ণ পরিণত ইসলামকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একমাত্র সঠিক জীবন ব্যবস্থারূপে আমি পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে তোমাদের জন্য মনোনীত করিলাম।

—আলকুরআনুল হাকীম, সূরা, মায়েদাঃ ৩ আয়ত।

সুতরাং যাহা কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় তাহাই দ্বীন এবং আমাদের জন্য অনুসরণীয়। জীবন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে হযরত নবী মোস্তাফা (দঃ) আপন ভক্ত ও অনুরক্ত উম্মতবর্গের জন্য নিম্নোক্ত উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন:

تركت فيكم امرين لن تضلوا
ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস (সারবস্ত) রাখিয়া গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐ দুইটিকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কদাচ পথভ্রষ্ট হইবে না। উহার একটি হইল আল্লার কিতাব—কোরআন মজীদ আর অপরটি হইল তাঁহার রসূলের সুন্নত—হাদীস।—মুওয়াত্তা-ইমাম মালিক।

শত শত বৎসর পর্যন্ত মুসলিম জনগণ এতদোভয়ের উপরেই আমল করিয়া আসিয়াছে, কেননা তাহারা জানে যে, কোরআন এবং হাদীসই দ্বীনে ইসলামের একমাত্র উৎসমূল। সুতরাং আমাদিগকে ঐ সকল কার্যই আঞ্জাম দিতে হইবে যাহা কোরআন ও হাদীসের রওশনীতে প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত।

প্রচলিত মীলাদের অস্তিত্ব কোরআন ও হাদীসে নাই এবং উহার বৈধতার কোন যুক্তিও কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকন্তু খয়রুল কুরূন—রসূলুল্লার (দঃ) বাচনিক মঙ্গলময় সুবর্ণ যুগত্রয়েও উহার অস্তিত্ব ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মীলাদের অনুষ্ঠান নূতন ভাবে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়াছে। ধর্মীয় নীতি বিধানের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। হযরত নবী মোস্তফা (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন:

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যাহারা আমাদের এই ধর্মীয় ব্যাপারে কোন নূতন অনুষ্ঠানের আবিষ্কার করে যাহা উহার বিধানে নাই সেই কার্যটি [গ্রহণযোগ্য নহে বরং উহা হইবে] মরদুদ—পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।—বুখারী ও মুসলিম।

প্রচলিত মীলাদ কোরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণের অনুসরণীয় আচরণ ও উক্তিগুলির মধ্যে কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধর্মীয় ব্যবস্থাতে স্বীকৃত নহে এমন কার্য—তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠান ধর্মের নামে কুসংস্কার মাত্র। মীলাদের প্রচলন সত্যই দ্বীনে মোহাম্মদীর পরিপন্থী নূতনভাবে আবিষ্কৃত বিদআত।

যে কার্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে প্রতিপালন করা হয় অথচ উহার প্রমাণ কোরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আচরণের মধ্যে পাওয়া যায় না—শরীঅতের পরিভাষায় এই সকল কার্যকে 'বিদআত' বলা হয়। ইসলামে শির্কের পর বিদআতই গুরুতর অপরাধ *

রসূলুল্লার (দঃ) জন্মের নির্দিষ্ট তারীখ হাদীসে উল্লেখিত হয় নাই। ইতিহাস সূত্রে তাঁহার জন্ম তারীখ সম্বন্ধে অবগত হওয়া গেলেও উহা সুনির্দিষ্ট নহে বরং ঐ তারীখ নিয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা দিয়াছে। এই সকল মতভেদগুলির ফিরিস্তি দেওয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নহে। এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে যদি রসূলুল্লার (দঃ) জন্ম দিবস গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করা পুণ্য কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে তাঁহার জন্মের সঠিক তারীখ আমরা নিঃসন্দেহে অবগত হইতে পারিতাম এবং উহাতে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ পরিদৃষ্ট হইত না। ধর্মীয় ঐতিহ্যপূর্ণ দিবসগুলির তারীখ লইয়া মতান্তর বা বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় নাই বরং ধর্মীয় পর্ব দিনগুলি শরীঅতের রওশনীতে সুসাব্যস্ত রহিয়াছে। যথ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার উৎসব দিবসদ্বয়ের তারীখ লইয়া ঐতিহাসিকগণ কোনও মতভেদ করেন নাই আর মতভেদ করার অবকাশও নাই। এই উৎসবদ্বয়ের তারীখ নবী মোস্তাফা (দঃ)

* যে কার্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে প্রতিপালন করা হয় অথচ উহার প্রমাণ কোরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আচরণের মধ্যে পাওয়া যায় না—শরীয়তের পরিভাষায় এই সকল কার্যকে 'বিদআত' বলা হয়। ইসলামে শির্কের পর বিদআত গুরুতর অপরাধ।

www.ahlehadeethbd.org

কর্তৃক সুনির্ধারিত রহিয়াছে যে, ১লা শওয়াল তারীখে ঈদুল ফিৎর এবং ১০ই যিলহজ্জ তারীখে ঈদুল আযহা উদযাপিত হইবে। নিখিল বিশ্বের সকল মুসলমান এই নির্ধারিত তারীখ দুইটির উপর একমত রহিয়াছেন—উহাতে কাহারও মতভেদ নাই। যেহেতু রসুলুল্লার (দঃ) জন্মদিবস শরীঅতের দৃষ্টিতে কোন খাস ধর্মানুষ্ঠান দিবস বা ইসলামী পর্বদিবস বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই কাজেই উহার সঠিক তারীখ অবগত হওয়া আমাদের জন্ম তেমন আবশ্যক নহে বলিয়া এই তারীখটি শরীঅত কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই। ছাহাবাগণও উহার সুনির্দিষ্ট তারীখ কিছু বলিয়া যান নাই। ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে রসুলুল্লার (দঃ) জন্ম দিবসের কোনও গুরুত্ব ছিল না। প্রকৃত তথ্য এই যে, প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের বিদআত সপ্তম শতাব্দিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খাতীবুল হিন্দ জনাব মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ) তাঁহার 'মীলাদই-মোহাম্মদী' পুস্তকে লিখিয়াছেন: "মীলাদ সপ্তম শতাব্দীর ৬০৪ হিজরী সনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোল্লাগণের মধ্য হইতে শেখ উমর বিন মোহাম্মদ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি মুহাদ্দিস বা ফকীহগণের পর্যায়ভুক্ত নন এবং ইমাম বা মুজতাহিদগণের শ্রেণীভুক্তও নন। বাদশাহ গণের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম মীলাদের প্রচলন করিয়াছেন আবূ সঊদ কোকবূরী-ইবনে আবুল হাসান বক্তগীন তুর্কমানী। তিনি 'মালেকুল মুয়াযযম মুযাফ্‌ফরুদ্দীন' উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন কর্তৃক মু'সলের সন্নিকটস্থ আর্বল নগরের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হিজরী ৬৩০ অব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইবনে খল্লকান ও কামূস)"

আল্লামা জালালুদ্দীন সউতী 'হুস্‌নুল মক্‌সদ ফী আমালিল মওলদ' পুস্তকেও উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। বাদশাহ আবূ সউদ গান বাজনায় মত্ত ও উহার দিকে আকৃষ্ট ফুর্তিবাজ লোক ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খল্লকান লিখিয়াছেন:

لم يكن له لذة سوى السماع

"বাদশাহ আবূ সউদের গান শোনা ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে তেমন আকর্ষণ ছিল না।"

ইবনে জওযী 'মিরআতুয্‌ যমান' নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "যাহারা বাদশাহ আবূ সউদের মীলাদ মহফিলে অংশগ্রহণ করিত তাহাদের মতে সেই মজলিসে যোহর হইতে আসর পর্যন্ত সুফীদের নাচ হইত। বাদশাহ নিজেও নাচিতেন। এই ফুর্তিবাজ বাদশাহ হিজরী ৬৩০ সালে পরলোক গমন করেন।"

মোটের উপর প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান সপ্তম শতাব্দীর বিদআত। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল না। খয়রুলকরূণ সুবর্ণ বা যুগত্রয় এই অনাচার হইতে মুক্ত ছিল। হাফেয সাখাভী তদীয় ফতোয়ায় লিখিয়াছেন:

عمل المولد الشريف لم ينقل عن احد من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة

"সুবর্ণ যুগত্রয়ের মহামতিগণের কোনও মহাজন হইতে মীলাদ অনুষ্ঠানের আমল প্রমাণিত নহে"।

হাফেয আবূবকর খতীব বাগদাদী তদীয় ফতোয়ায় লিখিয়াছেন:

ان عمل المولود لم ينقل عن السلف ولاخير فيما لم يعمل السلف

"মীলাদ মহফিলের আচরণ পূর্ববর্তী মহাজনগণ হইতে প্রমাণিত হয় নাই। আর যে কার্য পূর্ববর্তী মহাজনগণ করেন নাই তাহাতে কোনও মঙ্গল নিহিত থাকিতে পারে না।"

আল্লামা হাসান বিন্‌ আলী বলেন:

لا اصل له في الشرع بل هو بدعة مذمومة

"শরীঅতে প্রচলিত মীলাদ মহফিলের কোনও ভিত্তি নাই বরং উহা নিন্দনীয় বিদআত"—তরীকাতুস্‌-সুন্নাহ।

আল্লামা তাজুদ্দীন বলেন:

هو بدعة احدثها البطالون وشهوة اعتني بها الاكالون

"প্রচলিত মীলাদ একটি বিদআত যাহা প্রচলন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছে বাতেলপন্থী দল, আর উহা এমন একটি প্রবৃত্তিপরায়নতা যাহার ব্যবস্থায় তৎপর হইয়াছে সার্থবাদী পেটুকের দল।"—ফাকেহানী।

ইমাম আহমদ বছরী বলেন :

قد اتفق علماء المذاهب الاربعة على ذم العمل به

"মযহব চতুষ্টয়ের বিদ্বানগণ এই ব্যাপারে একমত রহিয়াছেন যে, প্রচলিত মীলাদের আচরণ নিন্দনীয়।"

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন :

روز تولد ووفات هيچ نبي عيد نگردانيدند

কোন পয়গম্বরের জন্মদিবস বা মৃত্যু দিবসকে ঈদের ন্যায় উৎসব হিসাবে পালন করা বৈধ নহে। —তোহফায়ে এস্না আশারীয়াহ্।

কোন মহাপুরুষের জন্ম অথবা মৃত্যু দিবসকে উৎসব অথবা শোক হিসাবে উদযাপন করা ইসলামী কৃষ্টি ও তমদ্দুনের পরিপন্থী। ইসলামী আদর্শ ও নীতি-বিধানে এই জাতীয় অনুষ্ঠান ও আমল-আচরণের স্বীকৃতি নাই। ইহা হিন্দু, খৃষ্টান, আতশপরস্ত প্রভৃতি বিধর্মী ও বিজাতীয়দের রসম রওয়াজ। এই ধরণের রসম রওয়াজের অনুসরণ করা ইসলামী দৃষ্টিতে নিন্দনীয় অপরাধ। সুতরাং প্রচলিত মীলাদও তেমনই অপরাধ, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই জাতীয় অনাচার হইতে দূরে অবস্থান করা প্রত্যেক দীনদার মুসলমানের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

মীলাদের সঙ্গে সঙ্গে মীলাদে কিয়ামের প্রশ্নটিও ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সুবর্ণ যুগত্রয়ের মহামতিগণ রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং তাঁহারা হযরতের (দঃ) পবিত্র জীবনের সুন্দরতম আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতেন এবং সেই আদর্শের রূপায়ণের আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জীবন চরিতের আলোচনা কালে তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া নবী মোস্তফার (দঃ) তা'যীম উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়াছেন এরূপ কোন নযীর কেহই দেখাইতে পারিবে না। কিয়াম বা দাঁড়ানোর এইরূপ পদ্ধতি সন্দেহাতীত ভাবে রসূলুল্লার (দঃ) শিক্ষা ও নীতি বিরোধী। নবী মোস্তাফা (দ) তাঁহার জীবদ্দশায় সাহাবাগণকে তাঁহার সম্মানার্থ দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। হযরত আবু উমামা বলেন :

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا .

একদা রসূলুল্লাহ (দ) লাঠিভর করিয়া বাহির হইয়া আমাদের মধ্যে শুভাগমন করিলেন। আমরা তাঁহার দর্শনমাত্র দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তখন তিনি (অসন্তুষ্টির সুরে) বলিলেন : তোমরা (আমার সম্মানের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াইও না যেমন আজমী (অনারবী) লোকেরা একে অপরের সম্মানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া থাকে। (অর্থাৎ এইরূপ কিয়াম বা দাঁড়ানোর পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করে না।)—আবু দাউদ ও তিরমিযী।

পাঠক! একটু চিন্তা করিয়া দেখুন! জীবিত-কালে যদি হযরত নবী মোস্তফা (দঃ) নিজের বেলায় কিয়াম নিষেধ করিলেন তবে তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত আলোচনাকালে কিরূপে কিয়াম বৈধ হইতে পারে? সুতরাং আমরা পূর্ণ প্রত্যয় ও নির্ভরতার সহিত বলিতে পারি যে, কিয়ামে তা'যীমী কোন অবস্থাতে বৈধ নহে—হইতে পারে না।

মীলাদে কিয়ামের অবৈধতা ও ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে কোরআন এবং হাদীসের দলীল ছাড়াও পূর্ববর্তী অনুসরণীয় মহাজনদের বহুবিধ উক্তি ও অভিমত নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই সকল দলীল, উক্তি ও অভিমতের উদ্ধৃতি সহ বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে আমরা শুধু এই টুকু বলিতে চাই যে, কিয়াম প্রচলিত মীলাদ মহফিলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেহেতু ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রচলিত মীলাদেরই কোন ভিত্তি নাই কাজেই উহাতে কিয়াম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার অর্থঃ একটি ভিত্তিহীন বস্তুর সহিত আর একটি ভিত্তিহীন অবৈধ বস্তুর সংযোগ সাধন—সুতরাং একদিকে উহা অবৈধ, অপর দিকে একটি ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা রেডিও পাকিস্তান (ঢাকা কেন্দ্র) সম্পর্কে দুই একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। রেডিও পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমরা রেডিও পাকিস্তানের প্রচার কেন্দ্র হইতে নানারূপ অবাঞ্ছিত অনুষ্ঠানের পরিবেশনের কথা শুনিতে পাই। চিত্ত বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যেসব গান-বাজনা-নাটক-ড্রামা পরিবেশিত হয় সে সম্পর্কে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী তহযীব তমদ্দুনের দিক হইতে ঘোর আপত্তির কারণ থাকিলেও এখানে উহা আমাদের দ্রষ্টব্য এবং আলোচ্য বিষয় নহে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে রেডিও পাকিস্তানে মীলাদের অনুষ্ঠান। রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় প্রচার কেন্দ্র হইতে ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে নির্দিষ্ট তারীখে নির্দিষ্ট সময়ে এই মীলাদ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হইতেছে। যে অনুষ্ঠানের ধর্মীয় কোন ভিত্তি নাই এবং যাহার পশ্চাতে মুহাক্কিক আলেমগণের সমর্থন নাই, রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় প্রচার কেন্দ্র হইতে উহা কিরূপে প্রচারিত হয় তাহাই আজ আমাদের জিজ্ঞাস্য। বেতার কর্মসূচীতে যাঁহারা এই অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্তির জন্য দায়ী তাঁহারা উহার শরয়ী দলীল পেশ করিতে পারিবেন কি?

রেডিও পাকিস্তানের প্রচার কেন্দ্রটি যে মীলাদ ও কিয়ামের পক্ষপাতী কতিপয় লোকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয় একথা বোধ হয় বুঝাইয়া বলার অপেক্ষা রাখেনা। যাঁহারা মীলাদ ও কিয়ামের ভিত্তিহীনতা ও অবৈধতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহাতে আকৃষ্ট থাকার জিদ ধরিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই অনুষ্ঠান পরিহার করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আমাদের নাই। কিন্তু জাতীয় প্রচার কেন্দ্র হইতে যাহা পরিবেশিত হয় সে সম্পর্কে আমরা দায়িত্বমুক্ত নই। কাজেই এখানে আমরা মৌনাবলম্বন করিতে পারি না। আমরা এই বিদআত প্রচলনের তীব্র নিন্দা প্রকাশ ও কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা আশা করি, রেডিও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে মীলাদ অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়া সুন্নতপন্থী মুসলমানদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করিবেন।

সর্বশেষে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরগাহে মোনাজাত করিতেছি যে, তিনি যেন সকলকে সুমতি দেন এবং সুন্নতের অনুসরণ ও বিদআত পরিবর্জনের তওফীক এনায়েত করেন! আমীন!!

ভ্রম সংশোধন

এই (প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের স্বরূপ) প্রবন্ধের ৫৩৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ প্রকৃতপক্ষে 'ফুটনোট'। উহা ভুলবসতঃ মাঝে ছাপা হইয়াছে। সেই কলমের সর্বনিম্নে ঐ প্যারাগ্রাফটি ফুটনোট হিসাবেও ছাপা হইয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

www.ahlehadeethbd.org

কুমারী মরিয়ম ও তাঁহার বাগ্‌দান প্রসঙ্গ

আবদুন্নঈম চৌধুরী বি-এল

রোমীয় শাসনকালে আরব উপদ্বীপের উত্তর খণ্ডে অবস্থিত প্যালেস্টাইন দেশ তিনটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই দেশের সর্ব উত্তরাংশে অবস্থিত প্রদেশের নাম ছিল গ্যালীলী এবং সর্ব দক্ষিণাংশকে জুডিয়া প্রদেশ বলা হইত। এই দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী এলাকা সামারীয়া প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রদেশের প্রধান অধিবাসী ছিল ইহুদী। ইহুদীগণ ইস্রাইলী নামে সর্বত্র পরিচিত ছিল। মধ্যবর্তী এলাকা সামারীয়া প্রদেশে সামারীয় জাতি বাস করিত। সামারীয়গণ ইস্রাইলীদের মধ্যে গণ্য হইত না।

দক্ষিণাংশের জুডিয়া প্রদেশ ছিল প্রস্তরময় মরুভূমি। খর্জ্জুর ছিল এই প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। জুডিয়া প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর জেরুযালেম নগরে সোলায়মান নির্মিত ধর্ম মন্দির অবস্থিত থাকার জন্য এই প্রদেশ ইহুদীগণের ধর্মীয় কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। জুডিয়াবাসী জনসাধারণ ফরীশী ও সদুকী নামে পরিচিত ধর্মযাজকগণের প্রভুত্বাধীন ছিল। সোলায়মান নির্মিত ধর্মমন্দিরের উচ্চ মর্য্যাদার জন্য জুডিয়াবাসী বিশেষতঃ তাহাদের যাজক সম্প্রদায় নিজদিগকে ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিত।

উত্তরাংশের গ্যালীলী প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু ইহার উপত্যকাগুলি জুডিয়া প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর উর্বর ছিল। বিশেষতঃ এই প্রদেশ গ্যালীলী হ্রদের তীরবর্তী এলাকায় বিস্তৃত থাকার দরুণ ভূমধ্য সাগরীয় আবহাওয়ার সুবিধা লাভ করিত এবং তৎকারণে ইহার উপত্যকাগুলি ফল পুষ্পে পূর্ণ ছিল। কৃষি কর্ম ছিল এই প্রদেশের প্রধান জীবিকা। গ্যালীলী প্রদেশ যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিল তেমনি ইহার

(৫৩৬ পৃষ্ঠার পর)

যাহারা বৃহত্তর ঐক্য বিনাশে তৎপর আলোচনার উপসংহারে তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে লেখক যে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় :

সত্য সত্য কথা ভাই মুখতাছার কিয়া ॥
বয়ান করিয়া দিনু বুঝিবার লাগিয়া *
এতেও যদি তায়াচ্ছুবি করিতে থাকিবে ॥
আপনা পায়েতে আপে কুড়ালি মারিবে *

এই কেতাবে একটি 'নছিহত পঞ্চপদি' দোযখ ও বেহেশতের মুখতাছার বয়ান এবং সকল মুসলমানের জন্য আল্লার দরগাহে দোওয়া পড়ার যোগ্য।

প্রার্থনার একাংশ উধৃত করিয়া—"হেদায়েতুল মুতায়াচ্ছেবিন" এর আলোচনা খতম করিলাম :

অহে পাক পরওয়ার ২ ॥
নেকির দিগেতে, মন ঝুকাও সবার *
দিও খাতেমা করিয়া ২ ॥
আখেরে সবারে তুমি লিও উদ্ধারিয়া *
দিও সাফাত নবীর ২।
এই ভিক্ষা মাঙ্গি অহে কাদের নছির *
কর আমিন আমিন ২ ॥
ইমান কায়েম রাখ এলাহি আলমিন *

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধিবাসীগণ ছিল সরল প্রকৃতি ও প্রশস্ত হৃদয়। জুডিয়া ও গ্যালীলী উভয় প্রদেশের অধিবাসী এক ধর্মাবলম্বী হইলেও পরস্পর একে অপরকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। জুডিয়াবাসীগণ গ্যালীলীয়-গণকে ধর্মীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং খোদার নৈকট্য লাভে বঞ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। অপরপক্ষে গ্যালীলীয়গণ জুডিয়াবাসীগণকে গোঁড়া, রুক্ষ এবং নির্ভরশীল বলিয়া নিতান্ত হেয় মনে করিত।

বর্তমান প্রচলিত ইঞ্জিলের কথিত মতে গ্যালীলী প্রদেশের নাযারেথ বা নাসেরা নামক স্থানে যীশু-মাতা মরিয়ম বা মেরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃপুরুষ দাউদ নবীর বংশধর ছিলেন। প্রচলিত ইঞ্জিলে মেরীর শৈশবকাল ও বাল্যকাল সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত বয়সে যীশুকে গর্ভে ধারণ করার সময় হইতে মেরীর কিঞ্চিত বিবরণ প্রচলিত ইঞ্জিলে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

লুকের ইঞ্জিলের বর্ণনামতে পরিণত বয়সে মেরী যীশুকে গর্ভে ধারণ করিবার সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। যোহনের মাতা ইলিশাবেৎ মেরীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। ইলিশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্বামী সখরিয় স্বর্গ দূতের মার-ফতে তাঁহাদের সন্তান হইবার সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা ইলিশাবেৎ গর্ভধারণ করেন।—"পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল (জীব্রাইল) দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গ্যালীলী দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটী কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন, তিনি দাউদ কুলের যোষেফ নামক পুরু-ষের প্রতি বাগদত্তা হইয়াছিলেন, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত গৃহমধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, অয়ি সহানু গৃহীতে, মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার সহবর্তী। কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ? দূত তাঁহাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিওনা, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা হইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দাউদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; তিনি যাকোব কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানিনা। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপর ছায়া করিবে; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে। আর দেখ তোমার জ্ঞাতি যে ইলিশাবেৎ, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন; লোকে যাহাকে বন্ধ্যা বলিত, এই তাহার ষষ্ঠ মাস। কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না। তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। (লুক—১: ২৬—৩৮)

"তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর পাহাড় অঞ্চলে যিহুদার এক নগরে গেলেন, এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলীশাবেৎকে মঙ্গলাবাদ করিলেন। আর এরূপ হইল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলাবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটী নাচিয়া উঠিল; আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন; এবং উচ্চরূপে মহা শব্দ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কহিলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য, এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল ...আর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশাবেতের নিকটে রহিলেন, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।" (লুক- ১ঃ ৩৯-৫৬)।

উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে যীশুর জন্ম হওয়া পর্য্যন্ত আর কোন কথাই প্রচলিত ইঞ্জিল মারফতে জানা যায় না। এতদপরে দেখা যায় মরিয়ম জুডিয়া প্রদেশের বৈৎলহম নগরে গিয়াছেন। তথায় তাঁহার সঙ্গে সংগেই যীশুর জন্ম হয়। এ সম্বন্ধে লুকের ইঞ্জিলে বলা হয়, "সেই সময় অগস্ত কৈশরের এই আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে। সুরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনীয়ের সময়ে এই প্রথম নাম লেখান হয়। সকলে নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্তে আপন আপন নগরে গমন করিল। আর যোসেফ ও গালীলের নাসরৎ নগর হইতে যিহুদীয়ায় বৈৎলহম নামক দায়ূদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠিজাত ছিলেন: তিনি আপনার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন; তখন ইনি গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারা সেইস্থানে আছেন, এমন সময় মরিয়মের প্রসব কাল সম্পূর্ণ হইল। আর তিনি আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন; এবং তাহাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিলনা" (লুক ২ঃ১—৭)।

তৎপর মরিয়ম তাঁহার শুচিকাল সম্পূর্ণ হইলে যীশুকে লইয়া জেরুযালেম নগরে সোলায়মানের মন্দিরে গমন করেন। ইহুদী ধর্মের অনুশাসনমতে মরিয়ম তথায় কপোত শাবক উৎসর্গ করিয়া স্বীয় বাসভূমি নাসরত নগরে প্রত্যাবর্তন করেন (লুক, ২ঃ ২২-২৫ দ্রষ্টব্য)। বৈৎলহমে অবস্থানকালে পূর্ব দেশ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুযালেম নগরে আগমন করেন এবং মরিয়মের সদ্যজাত পুত্রের সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে তাঁহারা জুডিয়ার রাজা হিরোদকে তাঁহাদের আগমনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতগণের মুখে যীশুর জন্মের বিবরণ শুনিয়া হিরোদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। আগত পণ্ডিতগণ স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়া হিরোদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই ভিন্ন পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে আতঙ্কগ্রস্থ ও ক্ষুব্ধ হিরোদ দেশের দুই বৎসর বয়স্ক সকল শিশুকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করেন। হিরোদের আদেশে বহু শিশুর প্রাণ নষ্ট করা হয় (মথি—২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

হিরোদ রাজার ঐরূপ দুষ্প্রবৃত্তি উদয় হওয়ার প্রাক্কালে স্বর্গীয় দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং মরিয়ম ও তাঁহার সদ্যজাত পুত্র যীশুকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন করিতে আদেশ করেন। অতঃপর মরিয়ম যীশুকে লইয়া মিশরে পলায়ন করেন। কতককাল তথায় অবস্থান করার পর হিরোদ রাজার মৃত্যু হইলে মরিয়ম পুনঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গ্যালীলী প্রদেশে অবস্থিত তাঁহার বাসভূমি নাসরৎ নগরে বসবাস করিতে থাকেন (মথি, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বর্ণনায় দেখা যায় যে, একদা গ্যালীলী প্রদেশের কান্না নগরে এক বিবাহ উৎসবে মরিয়ম যোগদান করিয়াছিলেন। যীশু তখন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রচার কার্য চালাইতে ছিলেন। একবার গ্যালীলী প্রদেশের কোন এক ইহুদী ধর্ম মন্দিরে যীশু উপস্থিত লোকদের মধ্যে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাবস্থায় মরিয়ম তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান,—"তিনি লোকসমূহকে এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দেখ তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার সহিত কথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল দেখুন, আপনার মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু যে এই কথা বলিল, তাহাকে তিনি উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা? পরে তিনি আপন শিষ্যগণের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন, এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা; কেননা যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা" (মথি-১২ঃ ৪৬-৫০)। মথির উপরোক্ত বর্ণনামতে মরিয়ম তাঁহার পুত্র যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই।

যোহনের বর্ণনা মতে যীশু-মাতা মরিয়ম অন্যান্য কয়েকজন স্ত্রীলোকের সহিত যীশুর সেবা করিবার জন্য গ্যালীলী হইতে জেরুজালেম নগরে গিয়াছিলেন। যীশু কথিত ক্রুশে আরোহণ করা পর্যন্ত তিনি জেরুযালেম নগরে অবস্থান করেন। বিশেষতঃ যীশু কথিত ক্রুশে আরোহণ করা কালে মরিয়ম গলগথা প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন। যীশু কথিত ক্রুশে আরোহণ করিলেন—"আর যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা ও তাঁহার মাতার ভগিনী, ক্লোপার (স্ত্রী) মরিয়ম এবং মগ্‌দলিনী মরিয়ম, ইঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন। যীশু মাতাকে দেখিয়া, এবং যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, মাতাকে কহিলেন, হে নারি, ঐ দেখ তোমার পুত্র। পরে তিনি সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ তোমার মাতা। তাহাতে সেই দণ্ড অবধি ঐ শিষ্য তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন" (যোহন—১৯ঃ ২৫-২৭)। যীশু কথিত ক্রুশে আরোহণ করা কালে যীশু মাতা মরিয়মের ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার বিবরণ অন্যান্য তিন ইঞ্জিলে উল্লেখিত হয় নাই। উপরন্তু যোহনের ইঞ্জিল যীশুর শিষ্য যোহনের দ্বারা প্রণয়ন হওয়া সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর যথেষ্ট সন্দেহ থাকার দরুণ যোহনের উপরোক্ত বর্ণনা সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

যীশু মাতা মরিয়ম সম্বন্ধে প্রচলিত চারি ইঞ্জিলে প্রদত্ত বর্ণনার সারমর্ম উপরে উল্লেখ করা হইল। মরিয়ম সম্বন্ধে ইঞ্জিলে বর্ণিত বিবরণ পরীক্ষা করিবার জন্য কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মীয় মতামতের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার প্রকৃত বিবরণ লাভ করিতে চেষ্টা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। কুমারী মরিয়ম যীশুর গর্ভধারিণী হওয়ায় পৃথিবীর তিনটী ধর্মীয় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার নাম এবং জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংযোজিত রহিয়াছে। ঐ তিনটী ধর্মের প্রত্যেকটীই তাঁহার কুমারিত্বের সমর্থক। তবে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মমতে কুমারী মরিয়ম অলৌকিক ভাবে যীশু খৃষ্টকে গর্ভে ধারণ করেন। কিন্তু ইহুদী ধর্ম বিশ্বাস মরিয়মের অলৌকিক ভাবে গর্ভ ধারণের বিরুদ্ধে। খৃষ্টান ধর্মের মূল ভিত্তি সিনোপিক গসপেল ও যোহনের গসপেল অর্থাৎ প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বিবরণ সংক্ষিপ্ত রূপে উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। কুমারী মরিয়ম সম্বন্ধে ইহুদীদের মত বিশ্বাস এবং তাহার কারণ নিম্নে আলোচনা করা হইল।

ইহুদীগণ নিজদিগকে ইস্রাইলী নামে আখ্যায়িত করে। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদের আদি পিতা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ইব্রাহীমের (আঃ) দুইপুত্র ইসমাইল (আঃ) এবং ইসহাকের (আঃ) মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাকের (আঃ) বংশধর হওয়ার পরিচয় স্বরূপ হজরত ইসহাকের (আঃ) পুত্র হজরত ইয়াকুব (আঃ) ওরফে ইস্রাইলের নামে তাহাদের পরিচয় প্রকাশ করিয়া থাকে। কুমারী মরিয়ম ইস্রাইলের অন্তর্ভুক্ত। কুমারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মরিয়মের বহুকাল পূর্ব হইতেই ইস্রাইলীগণের ধর্মের নাম ইহুদী বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছিল। ইহুদী ধর্মের ভিত্তি ছিল হজরত মুসা নবীর (আঃ) তৌরাত কেতাব। কুমারী মরিয়মের বহু পূর্ব যুগ হইতে ইস্রাইলীগণ প্রকৃত আসমানী তৌরাত কেতাবকে বিকৃত করিয়া তদস্থলে স্বকল্প রচিত ও পারবর্তিত তৌরাত কেতাব তাহাদের মধ্যে প্রচলন করে। বিশেষতঃ তাহারা তৌরাতের ভাষ্য বলিয়া কথিত "মেসনা" এবং "তালমুদ" রচনা করিয়া আসমানী তৌরাতকে পরিপূর্ণভাবে মনুষ্য রচিত কেতাবে পরিণত করে। আসমানী কেতাবের স্থলে মনুষ্য রচিত কেতাবের প্রতিভিত্তি করিয়া যে ইহুদী ধর্মের প্রচলন হয় তাহাও কালক্রমে বিকৃত অবস্থায় কেবলমাত্র কতিপয় মুখরোচক নীতি বাক্যের আলোচনায় পর্যাবসিত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে দীন ধর্মের মূল বিষয় "ঈমান" এবং "আমল" অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। যীশু মাতা মরিয়মের যুগ ইহুদী ধর্ম উহার যাজক সম্প্রদায় "সদুকী" ও "ফরীশীদের" ব্যবসার পুঁজিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সুতরাং ইহুদী ধর্মে স্তূপীকৃত সামাজিক আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া বিশ্বধর্ম ইসলামের পথ সুগম করিবার জন্য আল্লাহতা'লা হযরত ঈসাকে (আঃ) ইস্রাইলীদের শেষ নবীরূপে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন মানসিক রোগে জর্জ্জরিত ইহুদী সমাজের দৃষ্টি আল্লাহতা'লার প্রেরিত নবী হজরত ঈসার (আঃ) প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে অলৌকিকরূপে কুমারী মরিয়মের গর্ভে সৃষ্টি করা হয়।

ইহুদীদের ধর্মীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক চরিত্রের ভয়াবহ পতন ঘটিতে থাকে। পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, রেশারেশী, ঈর্ষাপরায়ণতা ও পরশ্রীকাতরতা ইস্রাইলীদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্টে পরিণত হয় এবং গোটা জাতিকেই অত্যন্ত দুর্বল ও শক্তিহীন করিয়া ফেলে। এরূপ দুর্যোগপূর্ণ নৈতিক পরিবেশে কুমারী মরিয়মের অলৌকিকরূপে সন্তান গর্ভধারণের সংবাদ স্বভাবতঃই তাহাদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করে। তাই তাহারা উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সে কারণেই কুমারী মরিয়মের গর্ভসঞ্চারের কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীগণ তাঁহাকে অপবাদ দিতে থাকে। ইহুদীদের হীন মানসিকতা এমন জঘন্য নিম্নপর্যায়ে আসিয়া পৌঁছে যে, তাহারা কুমারী মরিয়মের অলৌকিক গর্ভসঞ্চারকে পেন্থারাটালী নামক জনৈক দুশ্চরিত্র সৈনিকের কৃতকর্ম বলিয়া প্রকাশ করে (Encyclopedea Biblica দ্রষ্টব্য)। ইহুদীগণ আজ পর্য্যন্ত কুমারী মরিয়মের অলৌকিক গর্ভসঞ্চারকে সরাসরি গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

কুমারী মরিয়মের গর্ভজাত সন্তান যীশু নিজকে আল্লাহতা'লার প্রেরিত নবীরূপে প্রকাশ করিয়া সামাজিক অনাচার-প্লাবিত এবং ধর্মীয় গলদে জর্জরিত ইহুদী জাতিকে সংস্কার করিতে উদ্যত হইলে ইহুদীগণ তাঁহার ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। যীশুর প্রতি ইহুদীগণের বিরোধিতা চরম পর্যায়ে উপনীত হইলে তাহারা তাঁহাকে ধর্মীয় আদালতে দোষী সাব্যস্ত ক্রমে ক্রুশে দিয়া প্রকাশ্যে হত্যা করিবার হীন ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবার পূর্বক্ষণে আল্লাহতা'লা যীশুকে জীবন্ত সশরীরে আকাশে উত্তোলন করিয়া নেন। ইহুদীগণ যীশুভ্রমে তাঁহারই জনৈক শিষ্য যিহুদা ইস্কারিয়তিকে ক্রুশে দিয়া হত্যা করে। ঐ ঘটনার পর হইতে যীশুর শিক্ষা ও সংস্কারকে আমূল ধ্বংস করিবার জন্য ইহুদীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মিথ্যা ও অলীক অপবাদ প্রচার করিতে থাকে। তাহারা যীশুমাতা কুমারী মরিয়মের অলৌকিক গর্ভসঞ্চারের কথাটিকে পুনঃ নানাভাবে অপবাদে কলুষিত করিয়া জন সমাজে প্রকাশ করিতে থাকে।

কুমারী মরিয়মের অলৌকিক গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে ইহুদীগণের মিথ্যা প্রচারনা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে খৃষ্টানগণ তাঁহার সতীত্ব ও কুমারীত্বের প্রহরী ও সাক্ষীরূপে জনৈক যোসেফ সুত্রধরকে তাঁহার বাগদত্ত স্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। বাগদানের কেচ্ছাকে জোরদার করিবার জন্য যোসেফের ঔরসে তাঁহারা আরও কতিপয় সন্তানের কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে। মরিয়মের কাল্পনিক বাগদান কাহিনী প্রসঙ্গের পশ্চাতে ছিল যীশুপন্থী খৃষ্টানগণের অকুণ্ঠ ভক্তিবাদ। তাহারা এই প্রসংগে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, মরিয়ম সতীত্ব বিসর্জন দিলে বাগ্‌দত্ত স্বামী যোসেফ তাঁহাকে কস্মিনকালেও গ্রহণ করিত না। কালক্রমে ইঞ্জিল (New Testament) রচয়িতাগণ প্রচলিত কেচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ সুসমাচার রচনা করেন।

কুমারী মরিয়ম যোসেফের সহিত আদৌ বাগ্‌দত্তা হইলে তদানীন্তন পতিত ইহুদী সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে যোসেফকে ব্যবহার করিতে নিশ্চয় দ্বিধাবোধ করিত না। কারণ ইহুদী সমাজে নারীর অসদাচরণের বিষয় গুম করিয়া হজম করিবার কোন উপায় ছিল না। ইহুদী সমাজ তৌরাতের (old Testament) আইন দ্বারা শাসিত হইত। ইহুদীগণের ধর্মীয় অপরাধ সম্বন্ধে যাবতীয় বিচার ইহুদী যাজকগণের আদালতে নিষ্পন্ন হইত। তৌরাতের (old Testament) দ্বিতীয় বিবরণের ২২ অধ্যায়ের ২৩—২৩ নং বাক্যে বলা হইয়াছে—"যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্‌দত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে; তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগর দ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। সেই কন্যাকে বধ করিবে; কেননা নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চিৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষকে বধ করিবে, কেননা সে আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর মান ভ্রষ্টা করিয়াছে; এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।" গর্ভ সঞ্চারের অভিযোগ বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মরিয়মের স্কন্ধে থাকা সত্বেও যোশেফ কোনক্রমেই মরিয়মকে গ্রহণ করিতে অথবা তাঁহাকে বিচারমুক্ত অবস্থায় থাকিতে দিতে পারিত না। কিন্তু মরিয়মের প্রতি ব্যভিচারের প্রকাশ্য অভিযোগ থাকা সত্বেও তাঁহাকে বিচারে অর্পণ করার কথা প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ইহুদীগণ জনৈক দুরাচার সৈনিক পেন্থারাটালির সহিত কুমারী মরিয়মের নিষিদ্ধ সম্বন্ধ থাকার অভিযোগ উত্থাপন করে। পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অনুযায়ী—"যদি কেহ অবাগদত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার সহিত শয়ন করে, ও তাহারা ধরা পড়ে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ রোপ্য দিবে, এবং তাহাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না"। (গণনা পুস্তকের দ্বিতীয় বিবরণ—২২ঃ ২৮, ২৯)। কুমারী মরিয়মের প্রতি উত্থাপিত সতিত্ব বিসর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাঁহার বাগ্‌দত্তা অবস্থায় মৃত্যু অবধারিত ছিল, অপরপক্ষে অবাগদত্তা অবস্থায় পেন্থারাটালীর সহিত আজীবন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হইত। কিন্তু সম্ভাবিত উভয় বিধানের কোন একটিও মরিয়মের বিরুদ্ধে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রযুক্ত হয় নাই। এরূপ না হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মরিয়ম বাগ্‌দত্তা ছিলেন এবং ইহুদীগণের উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ইহুদীগণের অভিযোগ নিছক কল্পনা প্রসূত হওয়ায় ধর্মযাজকগণ মরিয়মের প্রতি ধর্মীয় শাস্তি বিধান বলবৎ করিতে বিরত থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি কুমারী মরিয়মের যুগে ইহুদীগণের চরম সামাজিক অবনতি ঘটিয়াছিল। ঐরূপ অবস্থায় মানুষের অমঙ্গল-সাধনের কাজ অতিশয় ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং মরিয়ম বাগ্‌দত্তা হইলে ইহুদী সমাজের চাপ যোসেফকেও অবশ্যই ভোগ করিতে হইত এবং তিনি মরিয়মের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইতেন তদানীন্তন ইহুদী সমাজের সাধারণ অবস্থা এবং গলদপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা মোটেই সম্ভব নহে যে, মরিয়ম যোসেফের সহিত বাগ্‌দত্তা অবস্থায় উত্থাপিত কলঙ্কের অভিযোগ মাথায় বহন করিয়া নির্বিঘ্নে যোসেফের সহিত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হইতেন এবং যোসেফ তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন।

প্রচলিত খৃষ্টান সমাজে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নারীগণের মধ্যে সন্ন্যাস ব্রত পালনের জন্য মঠ বাসিনী হওয়ার নিয়ম বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। সন্ন্যাস ব্রতাবলম্বী ক্যাথলিক নারী নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এমনকি সমাজের সর্ব প্রকার আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া কোন মঠের অধীনে পুরুষের সংসর্গ বিহীন অবস্থায় নিত্যান্ত আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ থাকেন। তাহাদের জীবন পদ্ধতি পার্থিব সকল প্রকার আকর্ষণ হইতে মুক্ত থাকে। খোদার এবাদত ও মানুষের খেদমত করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে। ঐ সকল মঠ বাসিনী সন্ন্যাসিনীগণকে সিসটার, নান্ ইত্যাদী বিভিন্ন উপাধি দেওয়া হয়। এই মঠ বাসনী সন্ন্যাসিনীদের জীবন আদর্শ হইতেছে কুমারী মরিয়মের উৎসর্গীকৃত আদর্শ ধর্মীয় জীবন প্রচলিত চারি ইঞ্জিলে মরিয়মের মঠবাসিনী হওয়ার কোন বিবরণ পাওয়া না গেলেও ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত মঠবাসিনীদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুমারী মরিয়ম আজীবন মঠ বাসিনী ছিলেন; সেকারণেই ক্যাথলিক মহিলাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার জীবন আদর্শ অবলম্বনে মঠবাসিনী হইয়া থাকেন। মধ্যযুগে ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের বহুদেশের অগণিত মঠে মরিয়মপন্থী সন্ন্যাসীনীগণের বিপুল সংখ্যা পরিদৃষ্ট হইত। ক্যাথলিক জগতে আজও এই আদর্শ বজায় রহিয়াছে।

কোরআনে করিমের ভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই যোসেফ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণে জানা যায় যে, মরিয়ম যে মঠে সন্ন্যাস ব্রত পালন করিতেছিলেন যোসেফ নামে এক ব্যক্তি সেই মঠে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতে ছিলেন। কিন্তু মরিয়মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিলনা। তদানীন্তন ইহুদী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, ইহুদীগণ যীশুর সংস্কার ও শিক্ষাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে যীশু এবং তাঁহার মাতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় বাড়াবাড়ি করিতে থাকিলে খৃষ্টপন্থিগণ সুপরিচিত মঠ সন্ন্যাসী যোসেফের সহিত মরিয়মের বাগ্‌দান প্রসংগ প্রযোজন করিয়া রটনাকারীদের কুৎসার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে। কালক্রমে যোসেফ ও মরিয়মের মধ্যে কল্পিত বাগ্‌দান প্রসংগ আরও জোরদার করিবার জন্য তাঁহাদের কতিপয় সন্তানের আবিষ্কার করিতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্যাথলিক খৃস্টানগণ মরিয়মকে চিরকুমারী বলিয়াই বিশ্বাস করেন।

পারিপার্শ্বিক ইহুদীগণ মরিয়মের গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি সন্দেহক্রমে নানারূপ কল্পনামূলক অভিযোগ উত্থাপন করিতে থাকে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাহা আইন গ্রাহ্য অভিযোগে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটাইতে থাকে। কিন্তু কালক্রমে উহা স্বাভাবিকভাবেই নিস্তেজ হইয়া যায়। বাভিচার প্রমাণ করিতে তৌরাতের (old Testament) বিধান অনুযায়ী দুইজন চাক্ষুস সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। মরিয়মের বিরুদ্ধে সন্দেহ কারীগণ কোন চাক্ষুস প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং তাহা কদাপি সম্ভব ছিল না। যীশুর ধর্ম প্রচার দ্বারা পারিপার্শ্বিক ইহুদী সমাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। যীশুর শিক্ষা ও সংস্কারকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য ইহুদীগণ পরিত্যক্ত গুজবকে পুনঃ প্রাণবান করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়। ইহুদীগণের মিথ্যা প্রচারণা প্রতিরোধ করিতে গিয়া খৃস্ট-পন্থিগণ যীশুমাতার নিষ্কলঙ্কতার সহায়ক বহু কাল্পনিক কেচ্ছা প্রচলন করে। অবশেষে তাহাকে বাড়ইতে হাড়াইতে খৃস্ট পন্থিগণ পঞ্চম শতাব্দীতে যীশু-মাতা কুমারী মরিয়মের মূর্তি উপাসনা-বেদিকায় প্রতিষ্ঠিত করে।

পঞ্চম শতাব্দীতে কুমারী মরিয়ম খোদা-গর্ভধারিণীরূপে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীগণের উপাস্য-হওয়ার অধিকার লাভ করেন। ইতিপূর্বে উপসনার ক্ষেত্রে মরিয়মের কোন স্থান ছিল না। এ সম্বন্ধে আধুনিক ইসলাম জগতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার "তর্জুমানুল কোরআন" নামক তফসীর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন,—"আলেকজেন্দ্রিয়ার পৌত্তলিক দার্শনিক মতবাদ "সিরাপিজ" হইতে খোদা সম্বন্ধে একে তিন ও তিনে এক মতবাদের সূত্র গ্রহণ করা হয়। "ইসিসের" স্থলে যীশুমাতা মরিয়মকে এবং "হোরাসের" স্থলে যীশুকে স্থাপিত করা হয়।" তিনি আরও বলেন যে,—"ইহুদীগণ অস্বীকৃতির চরম অবস্থায় যীশুকে যাদুকর এবং প্রবঞ্চক বলিয়া বিশ্বাস করে। অপর পক্ষে খৃস্ট-পন্থিগণ ভক্তিবাদে চরম পর্য্যায়ে তাঁহাকে খোদার পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া নেয়।" সুতরাং একথা অবধারিত সত্য যে, যীশু এবং তদীয় মাতা মরিয়ম সম্বন্ধে ইহুদী এবং খৃস্টানগণ যে পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহার মূলে রহিয়াছে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব।

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

॥ ইস্‌লামে মৌলিক অধিকার ॥

আফতাবুদ্দীন আহম্মদ এম, এ,

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সর্বপ্রথম মানুষের হৃদয়পটে মানবীয় মৌলিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা করিবার পরে তাঁর পুত্রদ্বয় প্রথম রিচার্ড ও রাজা জন ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রতে আরম্ভ করে। তা'তে অতিষ্ঠ হ'য়ে ইংল্যাণ্ডের ব্যারনেরা রাজা 'জন' এর নিকট কয়েকটি দাবী দাওয়া লিখিতভাবে পেশ করে। ২৫ জন ব্যারন রাজা জনকে এই ব'লে হুশিয়ার করে দেয় যে, দাবী দাওয়া মেনে না নিলে যুদ্ধ অপরিহার্য। রাজা 'জন' দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই তিনি ১২১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে উক্ত দাবীগুলি স্বীকার ক'রে নেন। এই স্বীকারোক্তিই ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' বা 'The Great Charter' নামে প্রসিদ্ধ। এ'তে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি—দেওয়া হ'য়েছিল ব্যারনদের বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি। কালক্রমে, ঐ অধিকারগুলি জনসাধারণের জন্যও স্বীকার করে নে'য়া হয়। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের আইন বিশেষজ্ঞরা 'ম্যাগনাকার্টার' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, উহাতে জনসাধারণেরও কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হ'য়েছিল। যথা, যে কোন অপরাধীর বিচার জুরীদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া, বিচার প্রার্থীকে আদালতে হাজির হ'তে বাধ্য করা, ইত্যাদি।

মানব অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক আন্দোলনের জন্ম যে মনীষীর অন্তরে সর্বপ্রথম চেতনা জেগেছিল, তিনি টমাস পে'ন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "মানুষের অধিকার" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর এই পুস্তিকা তদানীন্তন প্রতীচ্য গোষ্ঠীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এবং জনসাধারণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় হ'য়ে উঠে।

ফ্রান্স-বিপ্লবেরও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল মানবাধিকারের স্বীকৃতিদান। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে এ কথা স্বীকার করা হয় যে, মানব অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা, অবহেলা বা ঘৃণার ভাবই জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা ও সরকারের দুর্নীতির মূল কারণ। এসব বিবেচনা ক'রেই পরিষদ প্রতিনিধিরা এক গুরুগম্ভীর ঘোষণায় মানুষের জন্মগত অধিকার মেনে নেয়। ঐ অধিকারগুলির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আইনের শাসনে সকলের প্রতি সম-ব্যবহার, মালিকানা স্বত্বের স্বীকৃতিদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তারপর, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন বিশেষজ্ঞকে মৌলিক অধিকার প্রণয়নের ভার দেয়। অতঃপর ২রা আগষ্ট তারীখে সে সম্পর্কে আইন পাশ করা হয়।

ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তিত মৌলিক মানব অধিকারকে অনুকরণ ক'রেই যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মৌলিক অধিকার সাব্যস্ত করেছে। পরে ১৯৪৮ সালে আমেরিকায় যে 'বেগোটা' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তা'তে রাষ্ট্র-প্রধানরা যে সব মৌলিক অধিকার স্বীকার ক'রে নেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানব অধিকারকে কেন্দ্র করে বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে জাতি-সঙ্ঘের মারফত তা' এক পৃথিবী ব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়। পরে জাতি-সঙ্ঘও অনেকগুলি মৌলিক অধিকার প্রবর্তন করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মানুষের মৌল অধিকার সম্বন্ধে আন্দোলনের সূচনা হয় প্রায় সাত শত বৎসর আগে ইংল্যাণ্ড ভূমিতে। এবং তাই আজ সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য এই আন্দোলনের পশ্চাতে কোন ধর্মীয় অনুশাসন বা প্রেরণা ছিল না এবং এখনও নেই। বিশেষ শ্রেণীর লোকে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যা' ভাল মনে করেছে তাই তারা প্রবর্ত্তন করেছে। এই প্রবর্তন সর্বাংশে মানবীয়।

১৪ শত বৎসর আগে প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে মানব অধিকারগুলি কি ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে সে সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু আলোচনা ক'রব।

মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে ইসলাম যা' ঘোষণা করেছে তার স্পষ্ট উল্লেখ কুর্‌আনে রয়েছে। তা ছাড়া মহানবী সঃ বিদায় হজ্জ বাণীতেও ঐ অধিকারগুলো সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করেন। তা' থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, ইসলামে প্রবর্তিত মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি মানুষের রচিত নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ রূপে প্রাপ্ত। তারপর এর পশ্চাতে ধর্মীয় অনুশাসন থাকায় তার প্রভাব মুসলিমদের অন্তরে অত্যন্ত গভীর রেখাপাত ক'রেছে। কালের দিক দিয়ে মানবের মৌলিক অধিকারের মূল স্বীকৃতি অতি প্রাচীন। বস্তুতঃ মানব সৃষ্টির সাথে সাথেই এই মৌলিক অধিকারগুলো প্রবর্তন করা হ'য়েছে। আর শেষ নবী সঃ-র দ্বারা তা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এগুলোর বাস্তব রূপদান করা যে ফরয—এতে কোনই সন্দেহ নেই। নবী করীম সঃ ও সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে ইহা কয়েম ক'রে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রে'খে গে'ছেন।

এখানে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন, তা হচ্ছে এই—আল্লাহর মখলুক অসংখ্য, কিন্তু এদের মধ্যে কেবল মাত্র মানব জাতির মনেই বারংবার একটি প্রশ্ন দোলা দিয়েছে, "আমাদের অধিকার কি?" অন্যান্য প্রাণীকে প্রকৃতিই তাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দি'য়েছে। তারা প্রয়োজনমত নিজেদের অধিকার লাভ করে থাকে। এর বেশী অনুভূতি ওদের নেই। কিন্তু মানব জাতি যেহেতু প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের অধিকার লাভ করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং তারা নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত থাকে তাই তারা ক্ষমতালাভের কোন্দলে মেতে উঠে। এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে আহারের জন্য বধ ক'রলেও, তার পেট ভ'রে গেলে সে সাময়িকভাবে শান্ত থাকে—সে আর প্রাণী হত্যা করে না। কিন্তু মানুষের কথা স্বতন্ত্র। প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য মানুষের যা' কিছু প্রয়োজন তা' মিটে গেলেও একদল অন্য দলের উপর অত্যাচারের পেষণ চালাতে থাকে। একজন অপরজনকে ক্ষমতার বলে চাকর বানায়, একদল অন্য দলের মুখ বন্ধ ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে থাকে।

আল্লার দেওয়া হেদায়ত ভুলে গিয়ে, নিজেদের ক্ষণিক শক্তি-সামর্থের মোহে ভ্রমান্ধ হ'য়ে সবল মানুষ দুর্বলের প্রতি অত্যাচার চালায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, মানব জাতি একে অপরের অধিকার সম্বন্ধে সম্যক সচেতন নয়। তাই আল্লাহ মানুষের মৌলিক অধিকারের গণ্ডী নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং মানুষের ঐ মৌলিক অধিকারগুলো যা'তে দুনিয়াতে কায়িম থাকে তাই তিনি মানব সমাজকে তাদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যুগে যুগে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন।

১। "মানুষের সর্ব্বপ্রথম মৌলিক অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার"।

এখন ইসলামে প্রবর্তিত মৌলিক অধিকারের আলোচনায় আসা যাক। মানুষ মাত্রই আল্লাহর সৃষ্টি। এদিক দিয়ে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই এবং কারও উপরে কারও জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বও নেই। তাই কেও কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রতে পারে না। এই জন্য ইসলাম আদত দাসত্বকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফে'লে এক আল্লার দাসত্ব কায়িম ক'রেছে এবং মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার দান ক'রেছে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে স্পার্টার রাজনীতিতে সরকারকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষের জীবনের মালিক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব'লে স্বীকার করা হ'য়েছিল। বিকলাঙ্গ ও দুর্বল মানুষের জীবন হরণের অধিকার রাষ্ট্রকে দেয়া হ'য়েছিল। অনেক দেশে দেবদেবীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ-বলি প্রথা এবং স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর সহমরণের ব্যাবস্থাও বর্তমান ছিল। আরব দেশে কন্যা সন্তান ও নারী জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সে দেশে কন্যা সন্তানকে তার জন্মের পরে পরেই জীবন্ত প্রোথিত করবার রীতি কোন কোন অভিজাত বংশে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ মানব সৃষ্টির পরে মানব অধিকার সর্বপ্রথম খর্ব করা হয় হত্যা-কাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তাই প্রয়োজন হ'য়েছিল মানব জাতিকে প্রাণের মর্য্যাদা সম্বন্ধে অবহিত করার এবং প্রাণ নাশ যে কত হীন, কত অমানুষিক সে সম্বন্ধে সচেতন করার। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রথম হত্যাকাণ্ডটির বর্ণনা দেবার পরে ঘোষণা করেন যে, মানুষের জীবনের মালিক একমাত্র আল্লাহ। এই অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। তিনি ঘোষণা করেন যে,

যে কেহ মানুষের এই সর্বপ্রধান মৌলিক অধিকারের অবমাননা ক'রে মানুষকে হত্যা করবে তার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি-প্রাণদণ্ড নির্ধারিত হ'ল আল্লাহ বলেন,

من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيى الناس جميعا

অর্থাৎ কোন মানুষকে হত্যা করার অপরাধ অথবা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ঘটাইবার অপরাধ ছাড়াই যদি কেহ কাহাকেও হত্যা করে তাহা হইলে সে যেন তামাম মানব জাতিকেই হত্যা করিল; এবং যে ব্যক্তি একজন মানুষকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করে, সে যেন তামাম মানব জাতিকে বাঁচাইল।

এই আয়াতে একটি মাত্র প্রাণনাশকে সমগ্র মানব জাতির জীবন নাশের শামিল ঘোষণা করা হ'য়েছে। পক্ষান্তরে, একটি মাত্র মানব জীবন রক্ষা করাকে সমগ্র মানব জাতির জীবন রক্ষার শামিল ব'লে ঘোষণা করা হ'য়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানবজীবন নাশ যেমন মহাপাপ তেমনি জীবন রক্ষা করাও হচ্ছে মহাপুণ্যের কাজ। এইভাবে মানব জীবনের উচ্চতম মর্য্যাদার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'য়েছে। তা'কে শ্রদ্ধা করতে শিখান হ'য়েছে।

অবশ্য দুই অবস্থায় মানবজীবন নাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। এক—যদি কোন ব্যক্তি অপর কাওকে বিনা কারণে হত্যা করে তবে হত্যা-কারীকে তার ঐ নৃশংস কর্মের জন্য দুনিয়া থেকে অপসারিত ক'রতে হ'বে। দুই—কেউ যদি দেশে এমন ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি করে যার ফলে জাতির শান্তি ব্যাহত হয়। এই প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেহেতু সমগ্র জাতির জন্য ধ্বংস টেনে আনে তাই এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাকে জাতির জীবন-নাশের শামিল ধ'রে তার হত্যার ব্যবস্থা দেওয়া হ'য়েছে।

এই নরহত্যা নিষিদ্ধ ক'রে আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াত নাযিল করেন এবং অবস্থা ও পরিবেশের তারতম্য অনুসারে নরহত্যার বিভিন্ন পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা দেন। নরহত্যার শাস্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা এক দফা বলেন,

كتب عليكم القصاص في القتلى ... فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان .

অর্থাৎ তোমাদের কাওকে কেও হত্যা ক'রলে তার পরিবর্তে হত্যাকারীকে হত্যা করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল। অনন্তর, এই ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির ওয়ারেস ইচ্ছা ক'রলে হত্যার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ ক'রে হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারে। এ গেল বিনা অপরাধে স্বেচ্ছাপূর্বক নরহত্যার কথা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর কেও যদি কোন লোককে ভ্রমক্রমে হত্যা করে অথবা হত্যাকারীর অনিচ্ছা সত্বেও হত্যা সংঘটিত হয় তা হ'লে তার শাস্তিও কুরআনে বিশদভাবে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

নবী সঃ কুরআনের বিধান অনুযায়ী নরহন্তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে গেছেন। হযরত আনাস রাঃ হ'তে বর্ণিত আছে, যে একদা একজন মহিলা কোথাও যাচ্ছিল। এমন সময় একজন য়াহুদী তার মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত ক'রে তার অলঙ্কারাদি নিয়ে চলে যায়। মেয়েলোকটিকে হযরত আনাস রাঃ ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাকে জীবিত অবস্থায় নবী করিম সঃ-এর নিকট নিয়ে যান। মেয়েলোকটির জ্ঞান তখনও ছিল কিন্তু কথা বলার শক্তি তার ছিল না। তাই সন্দেহজনক লোকদের এক এক জনের নাম উল্লেখ ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি কি তাকে হত্যা ক'রেছে? সে মাথা নাড়িয়া 'না'-সূচক উত্তর দিতে থাকে। অনন্তর, যখন হত্যাকার য়াহুদীটির নাম লওয়া হয় তখন সে মাথা নাড়িয়া, 'হাঁ' সূচক উত্তর দেয়। তারপর, মেয়েলোকটি মারা যায়। ঐ য়াহুদীকে ধ'রে আনা হয়। সে অপরাধ স্বীকার করে। তখন রসূলুল্লাহ সঃ ঐ য়াহুদীর মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত ক'রে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। এ হ'ল অপরের প্রাণ-নাশের শাস্তির কথা।

তারপর, নিজ জীবন-নাশের অধিকার : আত্ম-হত্যার অধিকারও কারও নেই, আত্মহত্যা কারীর পার্থিব শাস্তির কোন প্রশ্নই উঠে না ব'লে তার পারলৌকিক শাস্তির উল্লেখ ক'রে বলা হ'য়েছে যে, আত্মহত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি ভোগ ক'রতে থাকবে।

২। "ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ লাভের ও ভোগের অধিকার"

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ধনসম্পত্তির মালিকানা অধিকার দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে এ অধিকারও দিয়েছেন যে, সে নিজ ইচ্ছানুযায়ী তার ধনসম্পত্তি ভোগ এবং হস্তান্তর করতে পারবে। অন্যের, অন্যের স্বাধীন ভাবে ধনসম্পত্তি অর্জনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে প্রত্যেক মানুষ সৎ উপায়ে ও স্বাধীন ভাবে ধনার্জন ও ধনরক্ষা করতে পারবে। বর্তমান কালে পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্র মানুষের এই মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন ক'রে তার ধন সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। ধন-সম্পদ অর্জনে ও ব্যবহারে এবং ধনসংরক্ষণে ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান ক'রে ঐ স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী ও ধনসম্পদ অপহরণকারীর জন্য গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

(যে সমাজ-পতিগণ,) "পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়েরই হাত তোমরা কেটে ফেল।"

তারপর, মানুষকে স্মরণ ক'রিয়ে দে'য়া হয় যে, সকল ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। অনন্তর, দুনিয়ায় তিনি নিজে দয়া করে যা'কে যা দিয়েছেন তাই নিয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অপরের ধনসম্পত্তির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকান উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

অর্থাৎ "তোমরা অপরের ধনসম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ ক'রো না।" তারপর কোন্ কোন্ ভাবে অপরের ধনসম্পদ গ্রহণ করা অবৈধ তারও বিশদ বর্ণনা কুরআনে এবং হাদীসে র'য়েছে।

৩। "নিজের মান ইযযত রক্ষার অধিকার"

ব্যক্তিগত মান সম্মান বজায় রাখার অধিকারও ইসলাম মানুষকে দিয়েছে। যে সমস্ত কাজে অপরের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে সেগুলিও একটির পর একটি নিষেধ করে দিয়েছে। যেমন কারও মান সম্মান হানিকর উক্তি করা, কাউকে গাল দেয়া, কাউকে শ্লেষ-বিদ্রূপ দ্বারা মানসিক যাতনা দেওয়া, কারও কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি যাবতীয় মানহানিকর ব্যাপার উল্লেখ ক'রে সেগুলো পরিত্যাগ ক'রবার তাকীদ দে'য়া হ'য়েছে। বলা হ'য়েছে,

لا يسخر قوم من قوم

www.ahlehadeethbd.org

"পুরুষদের মধ্যে একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'র না।"

তারপর, ولا نساء من نساء ব'লে নারীজাতিকে অনুরূপ নির্দেশ দে'য়া হ'য়েছে। অন্য আয়াতে অপরের নিন্দা করতে নিষেধ করা হ'য়েছে। কারণ পর-নিন্দার ফলে অপরের সম্ভ্রম হানি অনিবার্য্য। পরনিন্দাকে আল্লাহ তা'আলা মৃত ভ্রাতার মাংস খাওয়ার অনুরূপ ঘোষণা ক'রে পরনিন্দার চরম বীভৎসতা মানুষের মানস-চক্ষের সামনে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধ'রেছেন। তারপর পরনিন্দাকে নবী সঃ ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর পাপ ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন। তা'ছাড়া, কাওকে মন্দ নাম ধ'রে ডাকতেও আল্লাহ তা'আলা নিষেধ ক'রেছেন। কারণ এতেও অপরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অপরের আত্মসম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা হুকম ক'রেছেন যে, বাড়ী-ওয়ালার বিনা অনুমতিতে কেও অপরের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
حتي تستأنسوا وتسلموا على اهلها

অর্থাৎ "অপরের অনুরাগ লাভ না ক'রে এবং অপরকে সালাম না জানিয়ে অপর কারও বাড়ীতে ঢুকোনা।" উক্ত আয়াতের শেষাংশে আরও বলা হয়েছে যে, সালাম দিবার পরে যদি তোমাকে ফিরে যে'তে বলা হয় তা হ'লে ফিরে আসবে। এই অনধিকার প্রবেশ থেকে বিরত থাকাকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতার লক্ষণ বলে উল্লেখ করেন।

৪। "বংশ রক্ষার অধিকার"

এই উদ্দেশ্যে ইসলামে বিবাহ প্রথার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বংশ রক্ষার অধিকার ক্ষুণ্নকারী এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শিথিলকারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান কুরআন মজীদে রয়েছে। ব্যভিচার বংশ রক্ষার অন্তরায় হয়ে থাকে। এই ব্যভিচার এমন মারাত্মক সামাজিক দুর্নীতি যে, এর ফলে দুন্‌য়াতে সকল প্রকার গুরুতর পাপই সাধিত হওয়া সম্ভবপর। এর ফলে পরস্পরে মনোমালিন্য থেকে আরম্ভ ক'রে নরহত্যা পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে। তাই ইসলাম ব্যভিচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এই ব্যভিচার রুদ্ধ হ'লেই বংশ রক্ষা সম্ভবপর হয়। আর ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত হ'লেই বংশের পবিত্রতা নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। ব্যভিচারের কঠোর শাস্তির কথা কুর্‌আন মজীদে এইভাবে উল্লেখ রয়েছে—

الزانية والزاني فاجلدوا كل
واحد منهم مائة جلدة ولا تاخذكم
بهما رأفة في دين الله....وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين •

অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। তাদের শাস্তির ব্যাপারে তোমরা কোন প্রকার মানসিক দুর্বলতা দেখায়ো না—আর জনসাধারণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে তাহাদিগকে শাস্তি দাও। অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি দেখে যাতে অপরেও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে তার ব্যবস্থা কর। ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

(৫২৮ পৃষ্ঠার পর)

القسامة في الجاهلية । "জাহিলী যুগে অজ্ঞাত হন্তা কর্তৃক নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কসম দেওয়া" নামে একটি অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। (সহীহ বুখারী ৫৪২--৫৪৩ পৃঃ)। ইহাতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইমাম বুখারীর মতে উহা ইসলামী শরী'আতের অঙ্গীভূত করা হয় নাই।

তারপর ইমাম বুখারী باب القسامة "অজ্ঞাত হন্তা কর্তৃক নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কসম দেওয়া অধ্যায়" নামে আর একটি অধ্যায় লিখিয়াছেন। (সহীহ বুখারী, পৃঃ ১০১৯—১০২০)। এই অধ্যায়ে তিনি আবূ কলাবা রাঃ-র ঐ হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে হাদীসটি আবূ কলাবা রাঃ খলীফা 'উমর ইব্ন আবদুল আযীযের উপস্থিতিতে সর্বসাধারণের খোলা মজলিসে বর্ণনা করিয়াছিলেন। আবূ কলাবার ঐ হাদীসে প্রমাণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, খুন সম্পর্কিত ঐ কসম দেওয়ার রীতিটি ইসলামী শরী'আতের অঙ্গীভূত নয়।

তারপর এই মসআলাটিতে জাহিলী রীতি অনুযায়ী দাবীকারীকে কসম দিবার ব্যবস্থা ছিল। অথচ নবী সঃ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, দাবীকারী প্রমাণ দিবার জন্য দায়ী আর অস্বীকারকারীর জন্য কসম রহিয়াছে।

এই সকল কারণে এই মস্‌আলা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে বহু দিক দিয়া মতভেদ দেখা যায়। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে ইমাম নওবী এ সম্পর্কে ইমামদের মতগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। (মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)। —ক্রমশঃ

পড়ার মত বই

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর

হাদীস তফসীরসহ ৭৬ খানা মৌল গ্রন্থের প্রমাণপঞ্জীর তথ্য-সমৃদ্ধ গবেষণামূলক পুস্তক

ফিরকাবন্দী

বনাম

অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

মূল্য : সাধারণ বাঁধাই ২'০০, বোর্ড বাঁধাই ২'৫০

www.ahlehadeethbd.org

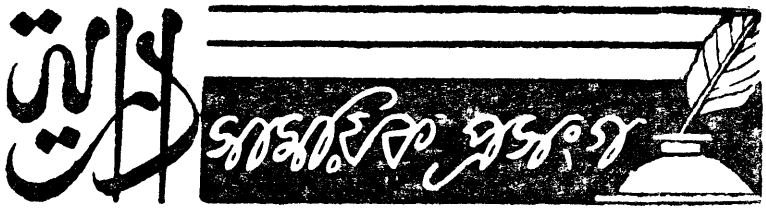

بسم الله الرحمن الرحيم

আজিকার বিশ্ব-মুসলিম

সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা ৬৫ কোটি হইতে ৭০ কোটি। ইহা পৃথিবীর সমগ্র জন সংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশী। পৃথিবীর শতাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে মুসলিম আযাদ দেশের সংখ্যা ৩৫টি। বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য বিশ্ব সংস্থায় তাই আজ তাহাদের আওয়াজ দুর্বল নয়—তাহারা উপেক্ষনীয় নয়।

আল্লার রহমতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সব দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য, বিবিধ শিল্পের জন্য কাঁচা মাল ও খণিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধান, গম, চা, পাট, তুলা, রাবার, চামড়া, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বিশ্বের সর্বাধুনিক সভ্যতার যাহা প্রাণস্বরূপ সেই তৈল সম্পদের এক বিরাট অংশ মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাজ্যসমূহ এবং ইরাকে বিদ্যমান।

কিন্তু এতদসত্বেও বর্তমানে মুসলিম দেশ সমূহের অবস্থাটা কি?

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই ধরা যাউক। কাঁচা মালের উৎপাদক ও সরবরাহকারী তাহারা, কিন্তু শিল্পে ও বিজ্ঞানে অনগ্রসর বলিয়া উহা পানির দরে তাহাদিগকে বিক্রি করিতে হয়, আবার সেই কাঁচা মাল যখন বৈদেশিক কারখানা হইতে বাহির হইয়া সুশোভন শিল্পজাত দ্রব্যরূপে তাহাদের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছে তখন উহাই অগ্নিমূল্যে তাহাদিগকে ক্রয় করিতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল খনিগুলির ইজারাদার হইতেছে পাশ্চাত্যের ধনকুবেরগণের সমবায়ে গঠিত বিভিন্ন কোম্পানী। তৈল উৎপাদন, বিশোধন এবং সরবরাহের চাবিকাঠি ইহাদেরই হাতে—লাভের সিংহ ভাগ ইহাদেরই মুঠায়!'

দেশের সাধারণ অধিবাসীগণ দারিদ্র-জর্জরিত, অভাব-প্রপীড়িত, শোষণ ও বঞ্চনায় নিষ্পিষ্ট। অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা কিছুটা অগ্রসর ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাহারা চমকদার সভ্যতার জৌলুসে মোহাবিষ্ট, অন্ধ অনুকরণের রোগে আক্রান্ত। তাহারা নিজেদের ধর্ম, আচার-বৈশিষ্ট, কৃষ্টি ও তমদ্দুন এবং অতীতের গৌরব গরিমা সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত।

আজও মুসলিম বিশ্বের কোন কোন অঞ্চল পরপদানত। এডেন, বাহরাইন ও ওমানের শেখ রাজ্যে বিদেশীদের প্রভাব অপ্রতিহত; প্যালেষ্টাইন, কাশ্মীর ও সাইপ্রাসের মুসলমানগণ নিপীড়িত, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বঞ্চিত। মধ্য এশিয়ার মুসলিম অঞ্চল সমূহ কম্যুনিষ্ট শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ, কণ্ঠ তাহাদের রুদ্ধ, আত্মা তাহাদের শৃঙ্খলিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুই শক্তি ব্লক

আজিকার পৃথিবী প্রধানতঃ দুই শক্তি ব্লকে বিভক্ত। একটির কর্তৃত্বাধিকারী কম্যুনিষ্ট রাশিয়া, অপরটির নিয়ন্ত্রণকারী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে কোনটি রাশিয়ার, কোনটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। কেহ ইহার, কেহ উহার সাহায্যের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভরশীল। কিন্তু এই নির্ভরতা ও সহায়তার বিষময় ফল আজিকার মুসলিম সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত প্রকট।

এই বিষপ্রভাব হইতে কি মুক্তি লাভের উপায় নাই? আছে নিশ্চয়ই। যে জীবন দর্শন লইয়া ইসলামের আগমন উহার প্রতি সচেতনতাই মুক্তি লাভের প্রথম সোপান। মানব জীবনের লক্ষ্য ও মূল্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছার এবং জীবনের মূল্যায়ণের যে বিধান ইসলামের মহানবী (সঃ) রাখিয়া গিয়াছেন সর্বাগ্রে তাহা নূতন করিয়া সমগ্র মুসলিম জাতিকে চিনিতে হইবে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, ঈমানকে দৃঢ় করিতে হইবে, বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। উত্তাল সমুদ্রের যাত্রাপথে ইসলামকেই আমাদের হাইল রূপে ধরিতে হইবে, নবী (সঃ) এর বাহিত আল্লার রশ্মিকে আমাদের সার্চ লাইটরূপে কবুল করিতে হইবে এবং সেই আলোকেই আমাদের পথ চলিতে হইবে।

পাকিস্তান এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র এই আদর্শ হইতে দূরে রহিয়াছে। ইউরোপের ভৌগলিক জাতীয়তার আদর্শ আজও অনেকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের ঐক্য গড়িয়া তোলা ছাড়া দুই শক্তি ব্লকের প্রভাব এড়াইয়া অস্তিত্ব রক্ষা, শোষণ মুক্তি ও অগ্রগতির দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সমগ্র মুসলিম মিলিয়া এক অখণ্ড জাতি—ইহাই ইসলামের শিক্ষা। দেশের ভৌগলিক প্রাচীর, ভাষার বেড়া, বর্ণ ও শ্রেণীর বৈষম্য মুসলমানের সম্মুখে কোন বাধা নয়। এক আল্লাহ ও এক রসুলের প্রতি অন্তর-বিশ্বাস, কলেমা তৈয়েবার উচ্চারণ, উপাসনা অর্চনা ও আচার পদ্ধতির ঐক্য সকলকে এক কাতারে লইয়া আসে, সমানাধিকার প্রদান করে।

জাহানে ইসলামের ঐক্য

অতীতে বিশ্বের সমগ্র মুসলমান এক খেলাফতের অধীনে, এক খলীফার আনুগত্যের স্বীকৃতিতে এক অখণ্ড মিল্লতের বাস্তব নমুনা দেখাইয়াছে। খেলাফতের দৌর্বল্যে পুনঃ মিল্লতের বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্যান-ইসলামিজমের আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াছে, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের লেখনী ও কাব্যছন্দে সেই আহ্বানের রাগ অনুরণিত হইয়াছে, 'রাবেতা' ও 'মু'তামরে আলমে ইসলাম' সেই ঐক্যের আওয়াজ জাহানে ইসলামের দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

ঐক্যের লক্ষ্যপথে পদক্ষেপ?

জাহানে ইসলামের বৃহত্তম রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ হইতে উহার মরহুম ও জীবিত কতিপয় নেতা কর্তৃক বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতি মাঝে মাঝে আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে। পাক রাষ্ট্রপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এই আহ্বানকারীগণের অন্যতম। তাঁহার উদ্যোগে আজ পরস্পর-সংযুক্ত পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ইস্তাম্বুলে ত্রিশক্তির শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে এবং সহযোগিতা ও সহায়তার নীতিকে সুপরিকল্পিত পন্থায় বাস্তবায়িত করার জন্য একটি সংস্থাও গঠিত হইয়াছে। পাকিস্তান ও ইরানের মাঝে অবস্থিত আফগানিস্তান উহাতে যোগদানের জন্য আহুত হইয়াছিল। আপাততঃ যোগদান সম্ভব না হইলেও উক্ত দেশ এখন আর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে—বরং অনেকটা সমভাবাপন্ন ও সহানুভূতিসম্পন্ন। আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায় নাই।

গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই তিন দেশের উন্নয়ন, যাতায়াত ব্যবস্থার বাধা নিষেধ দূরীকরণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং পরস্পরিক মেলামেশা ও চেনা পরিচয়কে সহজসাধ্য করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন ছাড়াও তিন দেশের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও তামদ্দুনিক ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করার পন্থা অনুসৃত হইবে। আমরা এই ঐক্য-প্রচেষ্টার প্রতি সাধারণ ভাবে সমর্থন, জ্ঞাপন করিয়া এই আশাই পোষণ করিব যে, ঐক্যের ভিত্তিমূল হওয়া উচিত ইসলামের অনাবিল ও অমলিন আদর্শ। একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে এই ঐক্য স্থায়ী, দিগন্ত বিস্তারী এবং ফলপ্রসূ হইতে পারে। এই ভিত্তিতে অগ্রসর হইলেই উহা অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সমূহকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে—সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের লক্ষ্যে অগ্রগতি সম্ভাবিত এবং দুই শক্তি ব্লকের মাঝে একটি মহান আদর্শ ভিত্তিক তৃতীয় ব্লকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে—যে ব্লক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিবে এবং অশান্তি বিক্ষুব্ধ দুনিয়াকে ও শোষিত বঞ্চিত মানবতাকে স্ফীত বক্ষে ও দৃঢ় প্রতীতির সঙ্গে অনাবিল শান্তি ও অকৃত্রিম সাম্যের পথে আহ্বান জানাইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আল্লামা ইকবালের সেই হুশিয়ার বাণীর প্রতি রাষ্ট্রত্রয়ের কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি—যাহার মর্মার্থ হইতেছে: জাতির উত্থান ঘটে শক্তির চর্চায়—তরবারীর খেলায়, আর পতন ঘটে 'লবঙ্গলতিকা'দের নৃত্যের তালে ও মুরলী মৃদঙ্গের সুর ভাঁজায়। মুসলিম জাতির পতনের ইতিহাস ইকবালের উপরোক্ত উক্তির জলন্ত সাক্ষ্য।

ইস্তাম্বুল শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ২৪নং প্রস্তাবের (ক) ধারায় তামাদ্দুনিক সহযোগিতার প্রথম পন্থা হিসাবে লক্ষিত কলার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সফর বিনিময়ের সুফারিশের জন্যই আমাদের এই আশঙ্কা। বৃহত্তর মুসলিম জনসমষ্টির আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা যদি কাম্য হয় তবে এই ক্ষেত্রে সংযম এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন একান্তভাবে কাম্য।

বর্ষশেষ

একাদশ বর্ষের **তর্জুমানুল হাদীস** এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আগামী সংখ্যা হইতে ইন্‌শা আল্লাহ উহার দ্বাদশ বর্ষ শুরু হইবে। এই উপলক্ষে আমরা রহমানুর রহীম আল্লার দরগাহে আমাদের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশের গভীরতম শুকরীয়াহ জানাইতেছি। আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পাঠকবর্গের খেদমতেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইসলামের যে সুউচ্চ আদর্শ ও অনাবিল শিক্ষা প্রচারের মহান ব্রত উদযাপনের প্রতিজ্ঞা লইয়া **তর্জুমানুল হাদীস** আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী (রহঃ) তাঁহার নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত শ্রমে উহার যে পথ নির্দেশিত করিয়া গিয়াছেন আমরা সেই চিহ্ন ধরিয়াই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সাধ্যানুসারে লক্ষ্যপথে আগাইয়া চলিয়াছি।

আমরা জানি—আমাদের ত্রুটি ঘটিয়াছে অনেক। বিশেষ করিয়া আদর্শানুগ রচনার অভাবে পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ব্যাহত হইয়াছে বারবার। কিন্তু আমাদের গ্রাহকবর্গ উহা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আগামীতে পত্রিকার প্রকাশ যথাসাধ্য নিয়মিত করার এবং আমাদের আদর্শের অনুকূল বিভিন্ন রুচির জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করিব ইন্‌শা-আল্লাহ।

আমরা ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ লেখকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করিতেছি। তর্জুমানের প্রতি যাঁহারা দরদ রাখেন, উহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি যাঁহারা কামনা করেন, হৃদয়ে উহার জন্য শুভেচ্ছা যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদের খেদমতে আমাদের ঐকান্তিক নিবেদন—তাঁহারা মেহেরবানী পূর্বক গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহার অগ্রগতির পথকে সহজ ও সুগম এবং উহার দুর্বল খাদেমগণের হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার, ১৯৬৪

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

মার্চ মাস

আদায় মারফত হাজী মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক ছাহেব সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৫০। হাজী মোহাঃ ছাবেদ আলী সাং ইকুরিয়া যাকাত ২০৲ ৫১। মোহাঃ রনুবেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৫২। হাজী মোহাঃ খাদেম আলী ফিৎরা ১০৲ পোঃ ধামরাই ৫৩। জহন উদ্দীন বেপারী শরিফভাগ পোঃ ঐ ফিৎরা ২৲ ৫৪। মোঃ আবদুল আওয়াল, সাং ইকুরিয়া মধ্যপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৫৫। হাজী মোহাঃ কাছেম আলী সাং ইকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া ফিৎরা ৫৲ ৫৬। মোহাঃ আইনউদ্দীন মোল্লা সাং শরিফবাগ ফিৎরা ১২,৫০ ৫৭। মুন্সী মোহাঃ আলীম উদ্দীন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৫৲ ৫৮। মোহাঃ কফিল উদ্দীন সাং শরিফবাগ ফিৎরা ১৫০০ ৫৯। হাজী মোহাঃ শেফাতুল্লাহ সাহেবের জামাত হইতে সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৫৲ ৬০। আবদুল হক সাং আশুলিয়া ফিৎরা ২৲ ৬১। মোহাঃ হাফেয উদ্দিন সাং ডেমরান তিনআনী পাড়া পোঃ ধামরাই ফিৎর ৯৲ ৬২। মোহাঃ মুনসুর আলী সওদাগর সাং আশুলিয়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲ ৬৩। মোহাঃ আয়েন উদ্দীন সওদাগর সাং শরিফবাগ পোঃ ঐ ফিৎরা ৪৲ ৬৪। মোহাঃ আজিজুল্লাহ বেপারী সাং আশুলিয়া পোঃ ঐ ফিৎরা ১৪৲ ৬৫। হাজী মোহাঃ মতিউর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲।

৬৬। মোহাঃ জুর বখশ বেপারী ডেমরান তিন-আনী-পাড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৪৲ ৬৭। মোহাঃ মুসলিম বেপারী সাং শরিফ বাগ পোঃ ঐ যাকাত ২১'৮৭ ৬৮। হাজী আবদুর রাজ্জাক সাং ইকুরিয়া পোঃ ঐ যাকাত ২৬৲ ৬৯। মোহাঃ মমিজ উদ্দীন সাং আশুলিয়া পোঃ ঐ ফিৎরা ২৲ ৭০। হাজী মোহাঃ তাজউদ্দীন সাং ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৪৩.১২ যাকাত ১৫৲ ৭১। মোহাঃ আযিযুল হক ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ৭২। ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আযিযুল হক ফিৎরা ৩০৲ ৭৩। হাজী আবদুল গণী খান সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১০৲ ৭৪। হাজী মোহাঃ জয়েন উদ্দীন সাং তেঁতুলিয়া দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে পোঃ ঐ ফিৎরা ১০৲ ৭৫। মোহাঃ ছফদর আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ৭৬। মোহাঃ ওয়ায়েয উদ্দীন, বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৭৭। হাজী মোহাঃ আবদুল মান্নান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৭৮। নিয়াজ উদ্দীন বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১৲ ৭৯। মুন্শী মোহাঃ হুকুম আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮০। মোহাঃ আবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮১। মোহাঃ জিয়াউদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮২। ইকুরিয়া দক্ষিণ-পাড় আহলেহাদীছ জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৮৩। মোহাঃ ওয়ায়েজ উদ্দীন বেপারী যাকাত ২৲ ৮৪। মোহাঃ আবদুর রহমান বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৩৲ ৮৫। হাজী মোহাঃ রইস উদ্দীন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ৮৬। মোহাঃ তোতা মিঞা সাং ইকুরিয়া পোঃ ঐ যাকাত ২০৲ ৮৭। হাজী আবদুর রাজ্জাক সাহেব ঠিকানা ঐ এককালীন ২০৲।

www.ahlehadeethbd.org

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !! বাহির হইয়াছে !!!

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল্‌কুরায়শীর

হাদীস তফসীরসহ ৭৬ খানা মৌল গ্রন্থের প্রমাণপঞ্জীর তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণামূলক পুস্তক

ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

মূল্য ঃ সাধারণ বাঁধাই ২'০০ বোর্ড বাঁধাই ২'৫০

অর্থনীতি শাস্ত্রে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর (রহঃ) আরও দুইখানা মূল্যবান অবদান :

১। ইস্‌লামী অর্থনীতির ক, খ,

মূল্য ঃ এক টাকা মাত্র

২। ধনবণ্টনের রকমারী ফর্মূলা

মূল্য : ৩৭ পয়সা

অবশ্যই পাঠ করুন

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

প্রকাশ পথে—

আল্লামা মরহুমের আর একখানা মূল্যবানগ্রন্থ

বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের নবসম্পদ

আহলেহাদীস পরিচিতি

ইহাতে পাইবেন মওলানা মরহুমের

১। পাবনার অভিভাষণ (জিলা আহলে হাদীস কনফারেন্স)

২। রাজশাহীর অভিভাষণ (নিখিল বঙ্গ ও আসাম কনফারেন্স)

৩। আহলে হাদীস-এর নীতি ও বৈশিষ্ট্য

৪। আহলে হাদীস-এর পরিচিতি

৫। আহলে হাদীস-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান নিরূপণে নিয়োজিত

ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা

(ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

আজই গ্রাহক হউন

প্রতি কপি দুই টাকা বার্ষিক সডাক আট টাকা

ইসলামিক একাডেমী

পাবলিকেশন ম্যানেজার—

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone 5490

Regd. No. DA—130

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

নবী মুস্তফার (দঃ) নবুওতের ভিত্তিস্বরূপী বৈশিষ্ট্য, তাঁহার নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও চরমত্বের কোরআনী, হাদীসী, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য এবং অন্যান্য বহুতথ্য সম্বলিত

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী মরহুমের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, P.o. Ramna, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org